সাংকেতিক উপস্থাপনা চিত্তগত আপেক্ষিকতার অপেক্ষা রাখে। চিত্তের মুক্তি এবং চরিত্রের প্রত্যয় শিল্পগত মানসযোগ প্রার্থনা করে। এটি আনন্দের বিষয়।

সুতরাং কোন প্রার্থনা নেই। তৃপ্তির প্রশ্ন অবান্তর।

শৈল্পিক আনন্দ জীবন-মুখী হোক।

জীবন মহৎ শিল্প।

জীবন লক্ষ্য।

চরিত্রলিপি

সোমনাথ
পলাশ
সুবোধ
আনন্দ
প্রভুজী
ভজহরি
বিদিশা
মন্দার

॥ ধূসর দিন ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী কাল। ভাঙছে। সমস্ত কিছুতে একটা ভাঙনের নেশা। ভাঙনের সুর। মধ্যবিত্ত সমাজের মূল ধরে নাড়া দিয়েছে। সার অসাড় হয়ে যাচ্ছে। পাতা খসে পড়ছে। বাকল ঝরে পড়ছে। অবশিষ্ট ধূলিসাৎ হবে ?

এই অবস্থাটি রূপ ধরেছে ঘরটাতে। এর সমস্ত কিছুতে ঝঞ্ঝার ছাপ। হঠাৎ নয়। যেন ধীরে ধীরে অন্তঃসারশূন্য হয়ে যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে স্তব্ধ শান্তি। কিন্তু সেটা যেন একটা ঝড়ের হাওয়া বয়ে যাবার পরে আর একটা ঝড় আসবার পূর্বের ক্ষণকালীন বিরতি।

দেওয়ালে গোটাকতক ক্যালেণ্ডার। ক্যালেণ্ডারের একটি ছবিতে কোন নারী-মূর্তির। ছবিটি উত্তেজক। একটি ছবি হরগৌরীর: চিত্রতারকার আভাস। একটি গ্রুপ ফটো। ফটোতে মানুষ আছে না গোরু আছে কাছে না গেলে বলা শক্ত। তত্ত্ববিলাসীরা বলবেন একালে মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে তাই এরকম হয়েছে। একটি চন্দনলিপ্ত প্রভুপাদের ছবি। একধারে লক্ষ্মীর আসন। সংকুচিত হয়ে আছে। একটি আলমারী। একটি আলনা। অগোছালো। আলমারীর পাশে একটি সস্তা দামের রেডিও। একধারে একটি টেবিল চেয়ার। টেবিলে একটি টাইম পিস। আলমারীর পাশে আর একটি একটু বড় মতো ছবি কাত হয়ে ঝুলছে। এক দম্পতি। শুভ বিবাহের চন্দন তাদের কপালে।

ঘরের পিছনে একটা বড় জানালা, পাশে একটা দরজা। জানালা দিয়ে ছাদের একটা অংশ এবং একটা গাছের মুণ্ডু সমেত আকাশের একটা অংশ দেখা যায়। দরজার পিছনে একটা ভিজে শাড়ী শুকচ্ছে।

ঘরে আরো দুটি দরজা আছে। বাইরে থেকে ভিতরে আসা যায় এবং পাশের ঘরে যাওয়া যায়।

সময় সকালবেলা :: স্থান : কলকাতা।

আগষ্ট : ১৯৫৯ সাল।

ছাদের ওপর সকালের সোনালী রোদ ধীরে ধীরে শুভ্র হয়ে আসছে।

এ বাড়ীর পিছনের কোন বাড়ী থেকে একটা অস্পষ্ট কথোপকথনের রেশ ভেসে আসছে। কথা তারা জোরেই বলছে। কিন্তু দূরে বলে এই অস্পষ্টতা।

ঘরে সোমনাথ, নাটকের নায়ক বিছানায় অর্ধশায়িত: মুখে খবরের কাগজ চাপা। বিশেষত্বহীন ভালো মানুষ গোছের কতকটা রাঙামূলো ঢঙের চেহারা। দেওয়ালে ঝুলন্ত দম্পতির অর্ধাংশ ইনি। সাজালে নায়ক হতে পারে। বয়েস ত্রিশের ওপরে।

মুখের ওপর থেকে কাগজ সরে গেল! উঠে বসে খাটের ওপর কাগজ বিছিয়ে সে বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠল কাগজ নিয়ে। যতটা সিরিয়াস হয়েছে ততটা সিরিয়াস না হলেও চলত। কারণ জেনে রাখা ভাল, সে কোন রাজনীতিক নয়। কাগজটা ঠেলে দিয়ে সে আপন মনে বলল—

সোম— ও: আমেরিকা, আমেরিকা! টাকা আর টাকা! সর্বনাশ হোক। যেখানে যাবে সেখানেই টাকা ছড়াবে আর টাকা লুটবে। আমেরিকা,··· আমেরিকা······

পিছনের বাড়ীতে ভজহরি ও তস্য পত্নীর কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হল। সোম স্তব্ধভাবে "আমেরিকা" মন্ত্র আওড়ানো বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে শুনল। কাগজ ফেলে ছাদে যায়। রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে চীৎকারটা শোনে।

(নেপথ্যে) ভজহরি— খুন করে ফেলব তোকে······

তস্য পত্নী— ও: কত মুরোদ···

ভজহরি— দেখবি···দেখবি···
তস্য পত্নী— ···উঃ মাগো···

আপন মনে বলতে বলতে সোম ঘরে আসে—মুখখানা বিকৃত।

সোম— শূয়োরগুলো সকালেই শুরু করেছে।

ঘড়িতে দম দেয়। আবার কাগজ হাতে খাটে বসে। পড়তে থাকে নিঃশব্দে।

ছাদের দিকের দরজা দিয়ে ভিজে শাড়ীর পাশ দিয়ে বিদিশা আসে। শাড়ীটা গায়ে লেগে দুলে যায়। মন আকর্ষণ করে নেবার মতো সুন্দরী। অবশ্য আপাততঃ ভাবালু দৃষ্টিতে তাকে ভালো লাগবে না। বিশেষত্বহীন মনে হবে। সেটা তার অবহেলার অগোছালো বেশবাসের জন্যে। চলাফেরায় বোঝা যায় এগুলোর জন্যে সে খুব একটা সজাগ নয়। বয়েস ত্রিশের নীচে। কিন্তু পোষাকে পরিচ্ছদে চলা ফেরায় বয়সটাকে চল্লিশের ওপরে নিয়ে গেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে কথায়, কণ্ঠস্বরে তার কম বয়সের সুরটা ধরা পড়ে। পূর্বোক্ত দম্পতির অপর অর্ধাংশ ইনি। আট প্রহরের ঢঙে কাপড় পড়েছে। ঢলঢলে একটা ব্লাউজ গায়ে দিয়েছে। আঁচলটা ঠিক মতো গায়ে জড়িয়ে না নেওয়াতে বুড়ি বুড়ি ভাবটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নায়িকার আবির্ভাব। কিন্তু ফুলের মালাটালা কিচ্ছু নয়, স্রেফ একটা বাটী হাতে। সোমনাথকে তখনো কাগজ পড়তে দেখে সে অবাক হয়ে গালে হাত দেয়।

বিদিশা— তুমি এখনো বাজারে যাওনি! সাতটা বেজে গেছে কখন। এরপরে তোমার অফিসের রান্না হবে কি করে?
সোম— এইতো যাই···বুঝলে, ভজহরি বৌটাকে মেরে ফেলবে।
বিদিশা— ভজহরি? ভজহরির কথা থাক।···থলেটা কোথায় রাখলে?

সোম— (কাগজে ব্যস্ত : অন্যমনস্ক) আমার হাতে দাওনি।

বিদিশা— তোমার সামনে এখানে রেখে গেছি। চোখ দুটো অন্ধ না হলে অনায়াসে দেখা যায়। সরিয়ে রাখা যায়।

সোম— বাজে ছেলেমানুষীর মধ্যে নেই।

বিদিশা— (ক্ষণকালীন মুখ ভার) কোথায় রেখেছ বল, এনে দিই।

সোম— এতকরে বলছি, খলের সংবাদ জানিনে; তবু বলতেই হবে কোথায় রেখেছি। আমার মাথায় রেখেছি। যাও, কচুপোড়া খেয়ে অফিসে যাব।

বিদিশা— এত রাগ! দুটো কথা ভাল করে বললে খবর বাসী হয়ে যাবে?

ভজহরি এল। খেটে খাওয়া মানুষ। গায়ে একটা ফতুয়া; শরীর ঘামে ভেজা। রুষ্ট মুখ।

ভজহরি— বুড়িটাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন মা। আমি কাজে যাচ্ছি।

বিদিশা— বুড়িটাকে তাড়াতাড়ি ছাড়ব কেন?

ভজহরি— আজ্ঞে— (সংকুচিত হয়) মানে, বৌটার কেমন যেন একটু ভীরমি লেগেছে।

সোম— বৌটাকে শেষ করে ফেলেছিস একেবারে?

ভজহরি— কই? নাতো।

সোম— নাতো! চীৎকার শুনলাম, আর মিথ্যে কথা বলছিস।

ভজহরি— আজ্ঞে আমার কোন দোষ নেই। যদি বলি, বৌ বাঁয়ে যাও; চলে যাবে ডাইনে। সিধে করে দিলাম, এবার থেকে সোজা যাবে—

বিদিশা— বেরো—বেরো—

ভজহরি— আজ্ঞে—

বিদিশা— বেরো বলছি……

ভজহরি ভয়ে পালাল যেন।

বিদিশা— একটা কচি বৌকে এমন করে ঠ্যাঙায় এ আমি সইতে পারি না।

সোম— আহা, ভজহরি তার বৌকে ঠ্যাঙায়, তাতে তোমার কি ? ওরা ওরকম করেই থাকে। তোমাকে তো কেউ ঠ্যাঙাচ্ছে না।

বিদিশা— কি বললে ?…ঐটিই বোধ হয় বাকী আছে।

সোম— এ-এসব কেমন কথা ? এ-এসব কেন বলছ ?

বিদিশা— এসব কোন কথা নয়। ব্যস—

সরে গেল। বাটি হাতে করে দেওয়ালের কাছ দিয়ে যাবার সময়ে শুভ বিবাহের ছবিটা গায়ে লেগে গেল। ব্যথাও একটু পেল।

বিদিশা— ইস্ ! (কাপড়টা দেখে) কী ধুলো পড়েছে ছবিটায় !

বাটিটা ঘারের পাশে রেখে ছবিটা খুলে নিয়ে আলনার কাছে গেল এবং একটা ময়লা ঝাড়ন দিয়ে মুছে টেবিলের কাছে আসতে লাগল।

বিদিশা— ছবিটা একটু ওপরে টাঙিয়ে দেবে ? এক্ষুণি গায়ে লেগে পড়ে যাচ্ছিল।

সোম— দাঁড়াও ! আমেরিকা কিভাবে টাকা ছড়াচ্ছে দেখ ?

বিদিশা— ছড়াক। ছবিটা টাঙিয়ে দাও না। ওখানে থাকলে কখন পড়ে ভেঙে যাবে।

সোম— কিসের ছবি ?…হুঁ শুভ বি-বা-হের !

বিদিশা— (ক্যালেণ্ডার দেখিয়ে) না ঐ নোং-রা-মীর।

সোম— দেখ, ওটা আর্ট।

বিদিশা— (ছবিটা টেবিলে রেখে) এটা টাঙিয়ে দিয়ে দয়া করে বাজারে যাও। তারপরে ওটা আর্ট না মুণ্ডু পরে শোনা যাবে।

সোম— মুণ্ডু? কী আশ্চর্য সৌন্দর্য!

বিদিশা— বিকৃতি!

সোম— ধুত্তরি! এসব জিনিষ, ঐ আড়াই ছটাকী মাথায় যাবে না। (ঘুরে কাগজে ব্যস্ত হল)

বিদিশা— না গেলেই বাঁচি।...নাঃ তোমকে নিয়ে আর পারা গেলনা। কাগজটা রেখে দাও তো! এবার কিন্তু আমি কাগজ বন্ধ করে দেব।

সোম— (কাগজ দেখতে দেখতে) আরে সর্বনাশ!

বিদিশা— কি হল?

সোম— কয়েকজন লোক একটা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে গেছে। দুই বছর পরে আমেদাবাদে—

বিদিশা—(থামিয়ে দিয়ে) এতো প্রত্যেকদিনের কথা। সর্বনাশের কি হল?

সোম— না, ভাবছি।......তোমাদের পাড়ার মন্দারকে সেদিন দেখলাম Employment Exchange এ। যেভাবে টো টো করে বেড়ায়, কোনদিন পড়বে বদলোকের পাল্লায়, আর এই রকম একটা কীর্তি ঘটে যাবে।

বিদিশা— Employment Exchange এ গেছে! চাকরী করবে নাকি?

সোম— শুনেছে চাকরী করে। ম্যাট্রিক পাশ করেছে, আর সবাই তাকে চাকরী দেবার জন্যে ডাকাডকি শুরু করে দিয়েছে। গুমোর কত! বলে কিনা নিজের পায়ে দাঁড়াব। বিয়ে করবনা।

বিদিশা— বিয়ে ওকে করছে কে? পাকিস্তানে সবতো ওর বাবা মা খুইয়ে এসেছে। সুরেশবাবুর ঐ কলেজ-স্কোয়ারের কাটাকাপড়ের ব্যবসায় পেটের ভাতই হয়না, তারপরও আবার বিয়ে।

সোম— অথচ কী কটকটে কথা! বললাম, এই রকম একলা একলা ঘুরছ কেন? বলে কি জানো? —"দোক্লা, দোক্লা আর ঘুরব কি করে?" তারপরে আবার হাসে। তুমি দেখে নিও একটা কেলেংকারী ও ঘটাবেই।⋯এইযে কাকাবাবু; এখন আবার কোথায় যাচ্ছেন?

আনন্দবাবু এলেন। বৃদ্ধ লোক; প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়েস হবে। পল্লীঅঞ্চলের লোক। তবে গেঁয়ো মূর্খ নয়। অনেক প্রাচীনের তুলনায় যথেষ্ট আধুনিক। একালকে মেনে নিতে পারছেন না। প্রাচীন সংস্কার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সারা জীবনের সত্যকে সহজে ভুলতে পারেন না।

(বিদিশা মাথায় ঘোমটা টেনে দেয়।)

আনন্দ— অকালের আম, গোটাকতক কিনে আনি।

সোম— সে তো বাড়ি যাবার দিনে। ⋯ বসুন—বসুন—।

আনন্দ— আজ যাবো। কলকাতায় কাজ মিটল। আবার কতদিনে দেখা হবে।

সোম— না না। আপনি আসবেন মাঝে মাঝে। যতদিন খুশী থেকে যাবেন।

আনন্দ— সারা জীবন থেকে যেতে ইচ্ছে করে। ব—ড় শান্তিতে আছ। যেমন তুমি নির্মল। তেমনি আমার বৌমাকে পেয়েছ— মালক্ষীর প্রতিমা! ভা— রী তৃপ্তি পেলাম।

সোম— বাড়ীতে আপনার কিবা কাজ। জমিজমা দেখা। সে দশদিন না দেখলে ফুরিয়ে যাবেনা।

আনন্দ— জমিজমা যে কি বস্তু সে তুমি বুঝবেনা। বোঝেন তোমার বাবা। জমির কাছে আবার ফিরে এলে বুঝতে পারবে।

সোম— (অত্যন্ত আশ্চর্য ভঙ্গীতে) জমির কাছে ফিরে যাব? খাব কি?

বিদিশা— আপনি থাকুন না আরো কয়েকদিন; বেশ হবে।

আনন্দ— (সোমের কথার একটা জুতসই উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিদিশার হঠাৎ অনুরোধে প্রসংগ চাপা পড়ল; এবং স্মিতমুখে বিদিশাকে বললেন) থাকতে বলছ বৌমা! কিন্তু তোমার হাতের সেবা পেয়ে শেষে আয়েসী হয়ে পড়ব। তারপরে বাড়ি ফিরলে, তোমার কাকীমার সামনে পড়লে … (হা হা করে হেসে উঠলেন, সস্নেহে কাছে এসে বললেন) মা ছাড়া এত স্নেহ কে দেবে?

সোম— আপনি কিন্তু কাকীমার আড়ালে নিন্দে করছেন। তিনি খুবই ভালো লোক।

আনন্দ— দেখ সোম, তোমার কাকীমাকেও জানি; আবার এই মাটিকেও দেখে গেলাম! কত মধুর, কত আনন্দের। সত্যি এত সুন্দর লক্ষ্মীর সংসার, … এ যেন কল্পনার জিনিষ।

বিদিশা— আপনি বাড়িয়ে বলছেন। মিথ্যে স্তুতি করছেন। কয়দিনই থাকলেন, কতটুকুইবা জানলেন, … তাতেই এত প্রশংসা!

আনন্দ— সেই জন্যেই তো চলে যেতে চাইছি বৌমা; নাহলে শেষ কালে আর নড়তে ইচ্ছে করবেনা। এ মেয়েটা কে?

বাইরে থেকে মন্দার এলো। সাধারণ মেয়ে। সতের আঠার বছর বয়স হবে। হলে কি হবে? কারণ রোমান্টিক দৃষ্টির অধিকারীদের কাছে তাকে কাটখোট্টা লাগবে। তার দুর্বিনীত ভংগী অসহ্য বলে মনে হবে। এত সাধারণত্বের মধ্যে এত তেজ কোথা থেকে পায়। ঘৃণার ভাব আনবে, বিতৃষ্ণা ছড়াবে। সন্দেহ জাগাবে।

বিদিশা— আরে মন্দার, তুই হঠাৎ এপথে? পথ ভুলে না চাকরী করতে? ডালহৌসী স্কোয়ারে যাবার পথ তো এটা নয়!

মন্দার— রাগের লক্ষণ! রাগ থাক। সুবোধ এসেছে?

সোম— সুবোধ মানে? আমাদের সুবোধ?

মন্দার— হ্যাঁ। বাবুমশাই আজ দুদিন ধরে বাড়ী যাচ্ছেন না।

বিদিশা— বাড়ী যাচ্ছে না মানে? ঝগড়া করে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে নাকি?

আনন্দ— সুবোধ, তোমার সেই অকালপক্ক ভাইটা, না বৌমা! সে তো একটা বিচ্ছু শয়তান!

মন্দার— হয়তো তাই। কিন্তু ঝগড়া করে বাড়ী থেকে যায়নি।

বিদিশা— গেছে কেন? ওর জন্যে বাবা মা শান্তিতেও মরতে পারবে না।

মন্দার— মেসোমশাই ওদিকে বাতে পংগু হয়ে পড়ে আছেন। তার সংবাদটা তাঁকে কোন ভাবে দিতে পারলে, একটু হয়তো শান্তি পেতেন।

বিদিশা— সেদিন বাবাকে বলে এসেছিলাম — হতভাগাটা যদি আমার কাছে এসেও থাকত!

সোম— ওকে এখানে এনে রাখতে চেয়েছিলে? এ বাড়ীটা তাহলে একেবারে শান্তিস্বর্গ হয়ে যেত।

বিদিশা— (সোমের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মন্দারকে বললে) সুবোধটা মানুষ হলনা! কীযে করছে; লেখা পড়া শিখে একেবারে বলদ হয়ে পড়ে রইল।

আনন্দ— বলদ নয়, বৌমা। তাদিয়ে তবু জমি চাষ করা যায়। তার সংগে দু একবার আলাপ করেই বুঝেছি ··· উঃ একেবারে অন্ধকার দেখতে হয়। এরকম ছোকরা একালে কিছু হয়েছেন; তারা মনে করেন, তারা সব মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বয়স্ক লোকের সম্মান দেবেনা। কোন কিছু মানবেনা। সত্যি কথা নিয়ে, ধর্মের কথা নিয়ে, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ

করবে। মনে করে, এদেশের সব কিছু তারা। সভ্যতা বলে কিছু নেই, শালীনতা বলে কিছু নেই, চরিত্র বলে কিছু নেই···একেবারে বিকৃতি যাকে বলে।

মন্দার— শুধু এই, সুযোগ পেলে (হেসে ফেলল) মেয়ে টেয়ে নিয়েও চম্পট দেয়।

আনন্দ— হা—া—··· কেমন হল ?!!

বিদিশা— মন্দার !

মন্দার— মাত্রা ছাড়িয়ে ফেললাম, তাই নয় দিদি ? তুমি তোমার রান্নাঘর, আর শোবার ঘর নিয়ে হয়তো সুখে আছ। কিন্তু খোঁজ তো রাখ না, বাইরে ওর বলা গুণগুলো অল্প কিছু মেয়ের মধ্যেও যে দেখা দিয়েছে।

সোম— হ্যা, সে পরিচয়ও পেয়েছি। একেবারে আমাদের সামনের ওপর যখন তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ, তখন······

আনন্দ— আচ্ছা, কথাটা কি আমি খারাপ বললাম ? ঘর ছেড়ে ঐরকম সুবোধের মতো ঘুরে বেড়ালে, ছেলে মেয়েদের একেবারে মোক্ষলাভ হয়ে যায়, না ? সোমের মতো এমনি শান্ত সুশৃংখল জীবন ছেড়ে রাস্তায় ঘাটে নোংরামী করলে, খুব সভ্যতা দেখান হয় ?

মন্দার— নোংরামী ?··· তোমার এখানে এক কাপ চা'ও তো খাওয়ালে না, দিদি ! সুবোধদা যদি এখানে আসে, তাহলে তাকে বলে দিও, যেখানেই সে থাক, অন্ততঃ একটা খবর দিয়ে যেন যায়।

(যাবার জন্য পা বাড়াল।)

বিদিশা— তুই এখন কোথায় যাচ্ছিস ?

মন্দার— ওর কতকগুলো আড্ডার জায়গা আমি চিনি—দেখি খোঁজ নিয়ে।

বিদিশা— তুই খোঁজ নিবি ?!

মন্দার— অবাক হলে ? তাদের সভ্যতা শালীনতা নেই, এই তো ? আমাকে নিয়ে চম্পট দেওয়া যায় না।

দিশা— হ্যা, বোঝা গেছে, তুই একেবারে লক্ষীবাঈ হয়েছিস ! কোথাও গিয়ে তোর কাজ নেই। এখান থেকে সোজা বাড়ী চলে যাবি। সেটা বাঁচুক, মরুক তোকে দেখতে গিয়ে কতকগুলো হনুমান বাঁদরের সামনে পড়তে হবে না।

দার— হনুমান বাঁদরে যে আমায় আঁচড়াতে কামড়াতে পারবে না, ফেরার পথে তোমায় না হয় দেখিয়ে যাব।

(মন্দার চলে গেল)

নন্দ— কী সর্বনাশা মেয়ে !

ম— এরা সব "স্বাধীন আলোকপ্রাপ্তা অতি আধুনিক রমণী"। এদের ঠ্যালায় আমাদেরই পথ চলা দায়। এরা সব পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে চলেছেন।

নন্দ — এই যদি অবস্থা হয়, দেশের তাহলে রইবে কি ? তোমাদের এই সুন্দর সংসার। দুদণ্ড শান্তিতে পরম আরামে নিঃশ্বাস ফেলা যায়, তার জায়গায় এই সব বর্বরতা এসে ঢুকলে…সে কী বিশ্রী অবস্থা হবে, ভাবতো ! ঘৃণায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল মেয়েটার কথা শুনে—"হনুমান বাদরে আঁচড়াতে কামড়াতে পারবে না"…ছিঃ ছিঃ। একটা মেয়ে এই কথা বলছে।…অথচ তুমিও তো সামনে রয়েছ বৌমা। তুমিও তো একালের মেয়ে। কত তফাৎ।

দিশা— আমি আর একালের হতে পারলাম কি করে।

(জানলার দিকে যেতে থাকে)

নন্দ— সেই তো আনন্দের, সেই তো শান্তির। চারিদিকের এই সব অনাচারের মধ্যে বসেও তুমি তোমার সংসারটাকে লক্ষীর সংসার করে রেখেছ।…(বিদিশা মাথা নীচু করে, সোম কাগজ দেখতে ব্যস্ত হয়।) দাঁড়াও আমগুলো আগে কিনে আনি।

আনন্দবাবু চলে যান। বিদিশা জানালা দিয়ে দূরে আকা
দিকে তাকায়। সোম পড়ে

সোম— "আইকের আন্তরিকতা ও সৌজন্যের প্রশংসায় ক্রুশ্চেভ পঞ্চমু
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে আইজেন হাওয়ার···"

বিদিশা— (কথার মাঝেই ঘুরে দাড়াল) হঠাৎ এ খবর কেন ?

সোম— খবরটা কি দোষ করল। কাগজে আছে পড়ে গেলাম।

বিদিশা— একটু আগেই স্তুতি হয়ে গেছে। তার পরই শোনাচ্ছ আই
প্রশংসায় ক্রুশ্চেভ। যেন বোঝাতে চাও—

সোম— বুঝেছি। দেখ, মন সব সময় পরিষ্কার রাখবে। তাহলে স
কাজের মধ্যে শান্তি খুজে পাবে। মনই হচ্ছে (গলা ঝেড়ে সো
হয়ে বক্তৃতা দেবার ঢঙে বলতে গেল) সার বস্তু। মনের
বহির্জগতের সব কিছু প্রতিফলিত হয়ে···

বিদিশা— (কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে শ্লেষ মিশিয়ে বললে) প্রতিফলিত হয়ে তো
মাথা আর মুণ্ডু হয়।

সোম— এই হচ্ছে তোমাদের সব চেয়ে বড দোষ। ভালো কথা বল
তোমাদের কানে ঢোকে না। লোকের মান মর্যাদা ···(বিদিশা হে
ফেলল) তুমি জান আমি স্বামী······

(সরব উক্তিতে সরবে হেসে ওঠে বিদিশা)

সোম— এটা কি হাসির কথা ?

বিদিশা— (গলবস্ত্র হয়ে হাত জোড় করল) আমি তোমার দাসী। আ
করুন দেবতা।

সোম— দেখ, সভ্য হও। সভ্যতা, ভদ্রতা, জলাঞ্জলি দিও না।

বিদিশা— (বিদ্রূপের হাসি মুখে লেগে থাকে) বাপ মা তোমার হাতে দিয়ে
তুমি মেজে ঘসে······

াম— তুমি বন্য, জড়পিণ্ড। তোমার কিছুই হবে না।

দিশা— সেজন্যে তোমার দাসীর চাকরী নিয়েছি। চাকরীটির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্যে তোমার বন্যতার খোরাক জুগিয়ে যাই।

াম— আমার প্রেমকে বন্যতা বলবে না। প্রেম আমার…

দিশা— একযুগের নিষ্কলংক নৈশ বর্বরতা। (ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গ)

ম— (সজোরে চৌকির ওপর ঘুসি মেরে) বর্বরতা নয়।

দিশা—প্রেম নয়।… হাত ব্যথা করছ কেন?

(সোম রেগে উঠে গিয়ে রেডিওটা খুলতে লাগল।)

বিদিশা—দেখ, সুবোধের কথা শোনার পর থেকে সত্যি বলছি আমার ভালো লাগছে না। ঘরের কোণে একটু নাহয় আমায় একলা থাকতে দাও।

(বিদিশা আলনার কাছে গিয়ে জামা কাপড়গুলো ঠিক করতে থাকে। আলনার পাশে মেঝেতে বাজারের থলেটা দেখতে পায়। সেটা তুলে নিয়ে টেবিলের দিকে আসতে থাকে! সোম চেয়ারে এসে বসে; গীটারে একটা গৎ বাজাতে থাকে। বিদিশা থলেটা টেবিলের উপর রাখে।)

সাম—ভগবান, কবে যে তোমার হাত থেকে রেহাই দেবে!

বিদিশা—উঃ তুমি কি?…তোমার ভগবান পদসেবা পাবার জন্যে তোমাকে অনেককাল আমার কাছে রেখে দেবে।

(বিদিশা আলমারীর কাছে চলে যায়)

সাম—তুমি আমার মৃত্যু চাও?!

বিদিশা—সংস্কার চাই। আর পদসেবা করতে পারিনা।

সাম—শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছ।

দিশা—তুমি অবুঝ, তোমাকে বোঝানো……(আলমারী খুলছে)

সোম—আর গাধাকে গান শেখানো এক কথা। বল, বল, স্বামীভক্তির চূড়ান্ত-রূপটি দেখে নিই! কি করব বল, গরীব হয়ে জন্মেছি, নাহলে, তোমাদের মতো কত হাজার গণ্ডা পায়ে গড়াগড়ি যেত।

(ভিতরে বুড়ি ঘর ঝাট দিচ্ছে)

বিদিশা—হাজার গণ্ডার কী দুর্ভাগ্য, স্বামীভক্তি দেখাতে পারলনা। (একটা কৌটো খুলতে চেষ্টা করে। হাতে তুলে নেয়।)

সোম—তোমাকে বিয়ে করাই আমার ভুল হয়ে গেছে।

বিদিশা—বহুকাল পরে জ্ঞানোদয়। ভুল কিভাবে শোধরাবে? (কৌটো খুলতে পারেনা।) ঠ্যেঙিয়ে না তাড়িয়ে।

সোম—স্পষ্টা স্পষ্টি অনেক ক া বলতে মুখে বাধে না আজকাল।

বিদিশা—(কৌটো রেখে বাটি হাতে ঘুরে দাঁড়ায়)
অস্পষ্ট কিছু না থাকলে সব স্পষ্ট হয়ে যায়।

সোম—স্পষ্ট কথা আজকাল জানাচ্ছে কে?

(বিদিশার হাত থেকে বাটীটা পড়ে যায়। নোংড়া ইংগিতে মুখখানা বিকৃত হয়। কিছুক্ষণ ধরে সোমনাথের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। মুখ ঘুরিয়ে নেয়।)

বিদিশা—আন্দাজে ঢিল ছুড়ে মারছ।

সোম—(লজ্জা পেলেও বেপরোয়াভাবে) ফলাফল দেখেই আন্দাজ করেছি।

বিদিশা—কাল রাতে যখন প্রেমের ঘ্যানঘ্যানানি সুরু করলে…

সোম—(সহসা বেদনার্ত আবেগে কাছে চলে এল) তুমি জাননা বিদিশা, তোমাকে আমি কত ভালোবাসি—সেজন্যে তোমার সব অপরাধ বারবার ক্ষমা করে যাই।

দিশা—(অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে) ক্ষমা ? ! স্ত্রীকে সন্দেহ কর ; ক্ষুধা আছে বলে তাকে নিয়ে ঘরও কর। এমন ক্ষুধার গলা টিপে শেষ করতে পার না।

ম—সাবধান করে দিচ্ছি তোমায়। আমার বিচার করতে বসনা।…(সহসা ব্যথা ঝরা স্বরে বলতে লাগল) গরীব দুঃখী আমি। সুখ কোথায় পাব ? সম্মান……এতটুকু সম্মান, ভালবাসা লোকে আমায় দেয়। জানি, জানি এ জীবনে আমার ছাইভস্ম ছড়িয়ে পড়বে।

দিশা—তোমার এই Pathos তোলার কোন দরকার ছিলনা। আমি তোমার নিয়ে করা বাঁদী, বাঁদীরও আবার সম্মান…তারও কাছে আবার কান্না…

ভিতর থেকে বুড়ির কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই বিদিশা লজ্জায় মাঝ পথেই থেমে গেল। জোর করে আকড়ে থাকা সম্মান, সুখ মর্যাদার স্বরূপ সবাই জেনে ফেলবে…সে যেন লজ্জায় পালাতে চাইল পাশের ঘরে।

নেপথ্যে বুড়ি—এবার আমি বাড়ী যাই মা। সব কিছু এদিকে ঠিক করে গুছিয়ে রেখেছি। বৌটা কাঁদল তখন : দেখি গিয়ে ভজহরি কি করেছে……

(বলতে বলতে বুড়ি ঝিটা ছাদের ওপর দিয়ে চলে গেল। সোম এই মস্ত ব্যাপারটার জন্যে মনে মনে বিদিশাকে দায়ী করে রুষ্ট মুখে বিষদৃষ্টি হেনে টেবিল থেকে থলেটা নিয়ে রূঢ় পদক্ষেপে বাইরে চলে যায়। থলে নিতে গিয়ে ফটোখানা টেবিল থেকে পড়ে যায় ; সোম ভ্রূক্ষেপ করে না। বিদিশা ঘুরে দাঁড়ায়। রেডিওতে বাজতে থাকে "রোদনভরা এ বসন্ত বুঝি কখনো জীবনে আসে নাই আর…"

ফটোখানা কুড়িয়ে নেয় ; দু একটা ভাঙা কাঁচ কুড়িয়ে নেয়। গানের

সুরটা ভেসে আসে ; কেঁপে ওঠে ; মুখখানা তার ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। ফটোখা
তুলে নিয়ে আলমারীর মাথায় রাখে ; দ্রুত হাতে রেডিও বন্ধ করে। সে বে
হাঁপাতে থাকে। ঠাকুরের মূর্তিটি চোখে পড়ে। ঠাকুরের মূর্তির সাম
নতজানু হয়ে বলে,)

বিদিশা—এমন করে শ্মশান করো না ঠাকুর। এমন করে চিতাশয্যা ক
দিও না…

সহসা একেবারে দৈববানীর মতো শোনাযায় "জয় গৌর, জয় গে
শ্রীহরি"— ! এটি বিদিশার মধ্যে আবেশকম্পিত শ্রদ্ধা, ভগবান মু
তুলে চেয়েছেন—এমন একটি বিশ্বাসের ভাব আনলেও বলে রাখা ভা
এটি দৈববানী নয় ; পেশাদারী প্রভুজী দরজায় দাঁড়িয়ে তার শিষ্যানী
দেবভক্তি লক্ষ্য করে স্বীয় আবির্ভাব বার্তা ঘোষণা করলেন। বিদিশা
চলবার শক্তি ছিলনা ; সে অবাক হয়ে তেমনি বসে থাকা অবস্থ
প্রভুজীর দিকে চেয়ে রইল। কথা বলতে বলতে প্রভুজী এগিয়ে
এলেন। প্রভুজী প্রৌঢ়, সাত্বিক মূর্তি, দেওয়ালে টাঙানো প্রতিমূর্তি
original তিনি। গায়ে শাদা ফিনফিনে পাঞ্জাবী, গলায় মালা
থলের সাথে ঝুলছে রজনীগন্ধার মালার মতো সযত্নে কোচানো
চাদরটি। এক কথায় পেশাদারী প্রভুপাদ।)

প্রভুজী—কেমন আছিসরে তোরা ! অনেকদিন তোদের খবর নিতে পারিনি
আজ কয়দিন ধরে মন বড় উচাটন হয়ে পড়ল, তাই চলে এলাম।

বিদিশা—আপনি অন্তর্যামী—(সামনে এসেপড়া প্রভুজীর পায়ে লুটিয়ে পড়
যেন)

প্রভুজী—শুভম্…শুভ !

বিদিশা—(উঠে দাঁড়িয়ে) বসুন !

প্রভুজী—(চটে গেলেন) ব্যবহৃত শয্যাংশ মৃত্যুতুল্য। (নম্রস্বরে) আমার আসন।
বিদিশা—নিয়ে আসছি।

বিদিশা পাশের ঘরে চলে গেল। তার আসন নিয়ে আসতে দেরী হচ্ছে। প্রভুজী ঘরের ভিতরে উদাসভাবে অল্পকাল ঘুরলেন, নিজের ফটোর সামনে এসে দাঁড়ালেন। নিজের ছায়া ফটোর ওপর পড়ছিল দেখে, পাশে দাড়িয়ে ছবিটি একটুক্ষণ দেখলেন। তারপর সেখান থেকে সরে এসে খাটের পাশে দাঁড়ালেন। মুখখানা প্রসন্ন, সম্ভবতঃ ফটোয় তার পরিচর্যা দেখে। ভেড়ার লোমে তৈরী একটা আসন হাতে বিদিশা ফিরে এসে চেয়ারে পেতে দিতে গেল।

প্রভুজী— না ওখানে নয়। ওস্থান শূন্যে অবস্থান করবার মতো। প্রেতআত্মার বায়ুভূত নিরাশ্রয় অবস্থার আসন! এখানে দাও।

বিদিশা বিছানার ওপর আসন পেতে দিল। প্রভুজী কষ্টে প্রায় পদ্মাসনে বসলেন।

প্রভুজী— (নিঃশ্বাস ছেড়ে) তারপর, বল, সোমনাথের সংবাদ কি?
বিদিশা— সেই দু'শ টাকার চাকরীতেই লেগে আছেন, উন্নতি হল না আর। এদিকে সংসার খরচ দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে। বাড়ীতেও টাকা পাঠাতে হচ্ছে, এদিকেও ক্ষুধা লেগে আছে; সব দিক থেকে ঝালাপালা হয়ে গেলাম।
প্রভুজী— ঐ তোমাদের সবচেয়ে বড় দোষ। অল্পে তুষ্ট—হতে পারনা। সংসারে দুঃখ কষ্ট আছে; বেশ—ভাল। তাতে ঝালাপালা হয়ে হাল ছাড়বে কেন? সংসার লীলার এইতো মজা! নির্জীব—জীব—সজীব। জীব রয়েছে মাঝখানে—সংসারের মাঝখানে। উর্ধগামী হলে সে সজীব হবে, নিম্নগামী হলে সে নির্জীব হবে। নিম্নগামী

হতে চাও কেন ? দিন অস্তে হরিনাম স্মরণ করে উর্ধগামী হবে তো!
তানয়। ঝা—লা—পা—লা হয়ে গেলাম।

বিদিশা—কী অশান্তিতে যে দিন কাটাচ্ছি, আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। মাঝে মাঝে মনে হয়, ঘর সংসার ছেড়ে চলে যাই—যাক সব চুলোর দুয়ারে।

প্রভুজী—(উদাসী বাউলস্বরে) ভালো করে ভগবানে মন দাও, সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। মন হল ভগবানের শ্রীমন্দির। মনকে পবিত্র কর—স্বামীকে পুজো কর ভগবানের প্রতিভূ জেনে ; শান্তি আসবে।

বিদিশা—সবই তো বুঝি গুরুদেব। মনশংকিনী কবচ নিলাম (প্রভুজী অত্যধিক সংকুচিত হলেন) অতগুলো টাকা ধার দেনা করে ; শংকা দূর হল কোথায় ?

প্রভুজী—হায়, হায়, হায় (হেসে উঠলেন ; তারপর গম্ভীর হলেন, ঐশ্বরিক প্রভাবে সারা দেহে তার যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেল) এই তে সন্দেহ! এই সন্দেহেই জীবের এত ব্যাধি এত কষ্ট! (মালা কপালে ঠেকিয়ে উঠে দাড়ালেন) বিশ্বাস!…বিশ্বাস চাই! ভক্ত প্রহ্লাদের মতো বিশ্বাস…(পরিক্রমণ করলেন) 'এই এই এই স্তম্ভের মধ্যে তোর ভগবান আছে' ? হিরণ্যকশিপু শুধাল। 'আছে, নিশ্চয়ই আছে', বললে প্রহ্লাদ। 'ভাঙো স্তম্ভ'। স্তম্ভ ভাঙা হল। নৃসিংহ অবতার বেড়িয়ে এলেন!!…তবেই বোঝ, কাকে বলে বিশ্বাস। আর তোমাদের ? কেবল সন্দেহ, কেবল অবিশ্বাস, কেবল শংকা আর দ্বিধা। তোমরা দুঃখ পাবে না তো পাবে কি সুন্দর কান্তি ? দেখ, কেমন বিশ্বাসে আকড়ে ধরেছে ভগবানকে, আর সিড়ি বেয়ে কেমন উঠে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী একদিন ও হবেই। কপালে ওর রাজতিলক, বিষ্ণুচক্র।

বিদিশা—সুন্দর কান্তি আপনার শিষ্য ?

প্রভুজী—না, আমার গুরু ভ্রাতার। গুরুর আশীর্বাদ পেয়েছে।

বিদিশা—বাপের টাকা আর প্রচার পেয়েছে—

প্রভুজী—ছি ছি ছি! প্রচারে কি হয়? শ্রীভগবানের আশীর্বাদ তাতে নামে? কল্প কল্পান্তর ধরে তপস্যা করতে হয় তবে বিশ্বরূপ দর্শন দেন। একি প্র—চা—রের জিনিষ! (শিষ্যাণীর অবাধ্যতা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলেন)।

সুবোধ এল। বিশবাইশ বছর বয়েস হবে! তার চলা ফেরা আদপ কায়দা আধুনিক কিনা বলতে পারি না। কিন্তু এর জন্ম কারণ সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে কিছু না থাকার হাহাকারকে ঢেকে রেখে এর আবির্ভাব। প্রভাব পড়েছে সব কিছুতে; চরিত্রকে করেছে রূপান্তরিত, মনকে প্রকৃতিকে করেছে দুর্বোধ্য। চিরকালীন জ্ঞানীদের ভাষায় বিকৃত।

বিদিশা—এতদিনে এলি তুই সুবোধ? এ দুদিন কোথায় ছিলি?

সুবোধ—আর এতোদিন, আর এদুদিন। (প্রভুজীকে) নমস্কার স্যার, কেমন আছেন?

বিদিশা—ও কি?!

প্রভুজী—যেতে দাও, যেতে দাও ···বালকের চাপল্য!

সুবোধ—সত্যিই, আপনি বেশ স—হৃদয় হতে পারেন। এই গুণটির জন্যে আপনাকে আমার এত ভাল লাগে।···যাক সে কথা! দিদি কেমন আছিস তুই? তোকে ··ওহো, তোকে এখনো নমস্কার করিনি—

প্রভুজী—তোমাকে আমারও ভালো লাগে, এই সহজ সুন্দর গুণটির জন্যে। (সুবোধ বিদিশার সামনে অর্ধনত হয়েছিল, কিন্তু প্রভুজীর কথায় ঘুরে অবাক ও অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল।) কেমন আছ?

সুবোধ—ওয়েল, ওয়েল—

মালাসমেত প্রভুজীর হাত টেনে নিয়ে শেকহ্যাণ্ড করে নিল ; ভীত সন্ত্রস্ত প্রভুজী মুক্তি পেয়ে ঘন ঘন ইষ্টনাম জপসুরু করলেন। সুবোধ বিদিশাকে নমস্কার করতে গেল, বিদিশা পিছিয়ে গেল।

বিদিশা—থাক নমস্কার করতে হবে না।

সুবোধ—পাছুয়ে নমস্কার করতে গেলাম, পিছিয়ে গেলি। হাততুলে নমস্কার করি। ভক্তির কমতি নেই; বুঝলেন, প্রভুজী, (প্রভুজীর পাশে বসে, দুই পায়ের ধুলো নিয়ে দুই কাঁধে, বুকে, কপালের কাছে এনে তুড়ি মেরে উর্ধগামী করে দিল।) এটি সর্বভক্তির মিশ্রণ মানে মিক্‌চার। আপনি বেশ ভক্তিগ্রাহী লোক।

বিদিশা—সুবোধ—

প্রভুজী—তোমার সারল্যের জন্যে তোমাকে আমার ভালো লাগে। এই রকম সাদা প্রাণের ছেলেদের ভালবাসি আমি।

প্রভুজী অবশ্য সংকুচিত হয়ে সরে বসেন।

সুবোধ—আপনি বেশ আমার শিষ্য শিষ্য ভাবে কথা বললে, নিজেকে আমার খুব বড়লোক বড়লোক বলে মনেহয়। মনেহয়, গুরু হয়ে ঘুরে বেড়ান আমার উচিত। আপনাকে দেখলে ভাবি, বেড়িয়ে পড়ি। ইহকাল পরকাল দুকালই হবে ! পকেট···

বিদিশা—আঃ সুবোধ, কেন এত বাজে বকছিস। বাড়ীতে বাবা মাকে শান্তি দিলিনে। (সুবোধের মুখ বিবর্ণ হয়ে আসে) আমার কাছে এলি আর অমনি জ্বালাতন সুরু করলি। তোর লজ্জা করে না ধেড়ে হনুমান। চোখের সামনে বুড়ো বাবা খেটে মরছে, দুটো পয়সার জন্যে। (সুবোধ ব্যথিতভাবে "দিদি" বলে ডেকে থামবার ইংগিত করে। বিদিশা

থামেনা। সুবোধ ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার জন্যে প্রভুজীর সেবায় লাগে শেষে) অমন মুখ করছিস কেন? তোর ওমুখে অন্ন রোচে কি করে? রাস্তায় ঘাটে হনুমান সেজে ঘুরতে পারিস, মোট বইতে পারিস না?

সুবোধ প্রভুজী বলুন, এক্ষেত্রে আমার লজ্জা পাওয়া উচিত। অপমানে মাথা নত হয়ে যাওয় উচিত এবং জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হওয়া উচিত এবং প্রতিজ্ঞা করা উচিত—'ভাল ছেলে হব আমি, পাঠেদিব মন'। কিন্তু আমি আপনার শিষ্য, বলুন, আপনারই শিষ্য হয়ে আমার কি মোট বওয়া উচিত।

প্রভুজী তুমি খুবই ভাল ছেলে, বাবা, তোমার আরও ভালো হওয়া উচিত। সাংসারিক কাজে গভীর ভাবে মনোযোগ দিয়ে সংসারের ভার লাঘব।

সুবোধ বোঝা পিঠে তুললে ভার লাঘব হয় না, মোটে না তুললে ভার লাঘব হয়ে যায়।

বিদিশা কেবল ছ্যাবলামী করেই মরলি? চোখের চামড়া নেই? একটা চাকরী জোটাতে পারলি না?

সুবোধ বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর—প্রভুজী প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে আমি বুঝি যারা চাকরী দেয়, সেই বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখে মুখি হয়ে বুঝলাম, দ্বন্দ্বযুদ্ধে তারা অনুপযুক্ত দয়ার পাত্র। সে জন্য ক্ষমা করলাম তাদের।

প্রভুজী (কৃত্রিম সহৃদয়তার সংগে) বেশ করেছ বাবা, তুমি খুবই বীর পুরুষ।

সুবোধ বীরে! ঐ চাকরী দেবার ব্যবসায়ীদের ক্ষমা করার পর থেকে অনুভব করলাম, আমি হিরো। "চাকরী নেই"—এই শব্দ ভেদী বাণটা শেষ পর্যন্ত কিচ্ছু নয়—ফুটো শব্দই।

বিদিশা সব উড়িয়ে দিবি? ভাবলি না? ভেবে দেখ কি বিশ্রী জীবন আমাদের। পশুর জীবন বললে পশুকে অপমান করা হবে।

সুবোধ—প্লিজ দিদি, থাম, থাম—বলিসনে এসব।

বিদিশা—বলব না? দেখতে পাস না তাকিয়ে? স্নেহ নেই, ভালবাসা নেই, মানুষের ওপর মানুষের টান নেই। জন্তু জানোয়ারের মতো কি কদর্যভাবে বেঁচে আছি আমরা।

প্রভুজী—কথাটা ভাববার মতো। (সুবোধ চকিত হল।) কত মানুষ কত হীন অবস্থার মধ্যে রয়েছে। তাদের হৃদয়গুলোকে ধর্মভাবে উদ্‌বুদ্ধ করে অনাদি মহিমময়ের প্রতিষ্ঠা করবার ব্রত তো বাবা তোমাদেরই হাতে; একাজ তো তোমাদের। মানুষের বুকে আত্মজ্ঞানের বাণী জাগাবার জন্যে নিজেদের তোমরাই তো সমর্পণ করবে।

সুবোধ—প্রভুজী, আপনি বেশ গ্যাস দিতে পারেন। সশ্রদ্ধ অভিনন্দন। আর দিদি, গম্ভীরভাবে বলি শোন, এযুগ বন্ধন মুক্তির যুগ—atomic age। পৃথিবীকে পিছনে ফেলে দূর থেকে দূরান্তরে চলে যাবার যুগ। "দাও সবে গৃহহারা লক্ষ্মী ছাড়া করে"। খোলা পথের ওপর steady boy হয়ে দাঁড়াক, বলুক, "নৌকা মোদের নোঙর জানেনা, শুধু চলে স্রোতে ভাসি"। স্নেহ প্রেমের বন্ধন এর কাছে তুচ্ছ,—প্রাচীন মৃত কুসংস্কারের ছায়াবাজি!

বিদিশা—যথেষ্ট হয়েছে। তোর কাছ থেকে আর শিক্ষা পেতে চাইনা। অনুগ্রহ করে বলুন, সহসা আমাদের মতো নির্বোধের ঘরে আপনার আবির্ভাব হল কেন?

সুবোধ—জানা নেই। তবে···

বিদিশা—আমি দেখা দিতে বলেছিলাম, তাই—

সুবোধ—হ্যা মনে ছিল না। তুই বাবার কাছে আমার খবর জানতে চেয়েছিলি। বলেছিলি, আমি মাঝে মাঝে এলে তোর ভাল লাগবে!

বিদিশা—সেজন্যে জ্বালাতে এলি?

সুবোধ—জ্বালাতে ? না, জ্বলতে ? সব জ্বলছে। তুমি জ্বলছ, আমি জ্বলছি। আর এই যে প্রভুজী, ইনিও জ্বলছেন।

প্রভুজী—নাঃ উঠি এবার।

সুবোধ—অভিভূত হবেন না, প্রভুজী, অভিভূত হবেন না। আমি আপনার দ্রবীভূত শিষ্য, আপনাকে দেব আঘাত ?

প্রভুজী—(ব্যস্ত হয়ে পড়লেন) আহা হাহা ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? তুমি তো আমাকে শ্রদ্ধা কর। সোমনাথ বাবাজীর জন্যে বসেছিলাম। তা তিনি তো এখনো ফিরলেন না। কাজ আছে কত। ও বেলা আবার আসব।

সুবোধ—মনোমুগ্ধকর। · আবার আসবেন।

প্রভুজী—আসতে হবে বইকি। কিছুদিন থেকে মনে শান্তি পাচ্ছে না আজে বাজে স্বপ্ন দেখছে, গ্রহশান্তি করিয়ে দেখি··

সুবোধ—আপনার সেবাব্রত অতুলনীয়। মহাত্মা।।

প্রভুজী—মানুষের আর কতটুকু মঙ্গল করতে পারি বল! সবই তো সেই করুণাময়ের হাতে। তবু জীবনে কারো এতটুকু তৃপ্তি এনেদিতে পারলে, ইহলোকের পাপ—

সুবোধ—ঘুচে গিয়ে পরলোকের স্বর্গটা কেনা হয়ে যায়। প্রণম্য আপনি। একটু ধূলো চাই। ·(সুবোধ নত হয়)

প্রভুজী—(ভীত সন্ত্রস্তভাবে) দীর্ঘজীবি হও বাবা।

সুবোধ আপনার চেলা আমি হবই!

প্রভুজী—(ভয়ে বিদিশার কাছে চলে এলেন) সোমনাথ বাবাজীর ফিরতে কি বেশী দেরী হবে মা ?

বিদিশা—কি জানি এত কিসের বাজার।

প্রভুজী—(বিদিশাকে ইঙ্গিতে সংগে যেতে বললেন এবং তার আড়ালে

আড়ালে চলতে লাগলেন) বোলো সব। হাবুলদেব ওখানে থাকব, নাব মেয়েটাব কি ফিটের ব্যামো হয়েছে। রাশিচক্রের বিচার করে নির্দেশ দিতে হবে। (বলতে বলতে শংকিতপ্রাণে চলে গেলেন।)

সুবোধ—এতবড ধর্মপ্রাণ জনকল্যাণকামী, নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী জীবনে আব একজনও দেখিনি। গুরুব মতো গুরু। জ্যোতি ঠিকরে পডছে। মাথার পিছনে জ্যোতির্বলয ঘুবছে। এতদিনে জীবনে দ্যুতি এল। Light—

বিদিশা—আজে বাজে বকিস কেন এত ?

সুবোধ—পাপমুখে সুখ্যাতি গুণগান শোভাপায না ? থাক গুরুনিন্দা করবনা। জীবনের ধ্রুবতারা—

বিদিশা—বাঁদব—

সুবোধ—ব দরেব গুরু তিনি—

বিদিশা— এত বকতে পারিস, কাজ করতে পারিস না ?

সুবোধ- পুনরুক্তি দোষ। তাহোক। তিনটে ক্লাবেব মেম্বাব, সার্বজনীন পূজোব নামী নেতা, কাজ পারি না।

বিদিশা- যোপব দালালী। সংসারের কি হবে ?

সুবোধ—জীবন সংসারের জন্যে নয়। জনসেবাব জন্যে। এই তো গতমাসের এক Interviewতে আমায Select করল না দেখে বলে এলাম, আমি আনন্দিত, আবো কিছুকাল নিঃস্বার্থে জনসেবা করতে পাবব।

বিদিশা—তোকে নিল না ?

সুবোধ—আমি গরজ দেখালাম, তাবা দেখলনা। ফলে মিলন হল না। আর হবে কি করে ? মেয়েরাও যে ঘুষি বাগিয়ে বলছে, কেন চাকবী দেবেনা ? ঐযে অ মাদেব মন্দাব, টো টো করে ঘুরছে…

বিদিশা—মন্দার ? হ্যা শুনেছি তার কথা। হঠাৎ চাকবী চাকরী করে খেপেছে

কেন বলতে পারিস ?

সুবোধ—বেঁচে থাকার জন্যে। অবস্থা তো ঠন্ ঠন। ভাতের বদলে দেওয়ালে গুতো খেয়ে জলখায় মাঝে মাঝে। সেদিন এক হোটেলে চাকরীর লোভে হাজির।

বিদিশা—কী সর্বনাশ! মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ?। ও একটা সর্বনাশ না ঘটিয়ে ছাড়বে না!

সুবোধ—মরুকগে……আমাদের কি ? (বিদিশার কাছ থেকে উঠে চেয়ারে গিয়ে বসল।)

বিদিশা—মন্দারের একটু ভাল ঘরে বিয়ে হলে বেশ হত।

সুবোধ—বিয়ে ? ওকে বিয়ে করবার জন্যে বাড়ীতে সব লাইন দিয়ে বসে আছে! এমন কথা তুই বলিস দিদি, হাসতেও ইচ্ছে করে না!

বিদিশা—আচ্ছা সে না হয় হল। কিন্তু এ দুদিন তুই কোথায় ছিলি, তাই বল। ……কই বল।

সুবোধ—……জাহান্নামে…

বিদিশা—এমন করে বলিসনে, সুবোধ।

সুবোধ—জাহান্নামে ছাড়া কোথায় থাকব ? বাড়ীতেও কান্না। এখানে এলাম দেখি পেশাদাবী সাত্বিক প্রভুপাদের কাছে প্যানপ্যানানি। এরচেয়ে জাহান্নাম ঢের ভাল, প্রাণ খুলে হাসা যায়। ……যাক্‌গে, তোমার শামু শান্ত কোথায় ?

বিদিশা—মর্নিং ইস্কুল হচ্ছে।

সুবোধ—কি করব এখন ? এই জন্যেই আসিনে …দূর, খেতে দে…

বিদিশা—(এতক্ষণে হাসল) রান্না ঘরে চল।

সুবোধ—না, এখানে শুয়ে শুয়ে খাব, মুড়ি খাব।

বিদিশা—ছেলে বেলার বাই তোর যাবেনা।

হাসি মুখে রান্নাঘরের দিকে চলে যায় বিদিশা। সুবোধ বিছানার ওপর শুয়ে পড়ে আঃ করে আলস্য ভাঙল। বাইরে থেকে থলে হাতে আম কিনে আনন্দবাবু এলেন! সুবোধকে দেখেই বিতৃষ্ণায় তার মুখখানা ভরে গেল।

আনন্দ—তুমি আবার কি মনে করে?

সুবোধ—(উঠতে উঠতে) সেবার একবার হয়ে গেছে রাশিয়া আমেরিকা নিয়ে, আজ একবার...

আনন্দ—তোমার দিদি এত ভাল, আর তুমি ছোকরা এরকম উচ্ছিংড়ে হলে কেন?

সুবোধ—ঠিক ধরেছেন। এই উচ্ছিংড়ের জন্মদিন কবে জানেন?

আনন্দ—কলির কেষ্টর জন্মদিন জন্মাষ্টমীতে।

সুবোধ—ঠিক হলনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার ঠিক—

আনন্দ—হ্যাঁ, সুরু হবার ঠিক প্রথম দিনটাতে। অকালকুষ্মাণ্ড। সেজন্যেই এরকম লোফার হয়েছ।

সুবোধ—আরো কতকগুলো বিশেষণ আছে।

আনন্দ—তুমি তো আচ্ছা ত্যান্দর,

সুবোধ—সুন্দর প্রয়োগ।

আনন্দ—(ফেটে পড়লেন) ঠাট্টা ইয়ারকি করে চলেছ, লঘু গুরু জ্ঞান নেই তোমার? সোমের দিকে তাকিয়ে দেখত, কেমন ভক্তিমান। একটা কথা বললে, কেমন মাথা নীচু করে শোনে, মেনে নেয়; প্রতিবাদ করতে হলে, কেমন সম্মান সমীহ করে বলে। আর তোমার? কি এমন লায়েক হয়েছ? রাজা উজীর হয়েছ, জমিদার হয়েছ যে বংসের সম্মান দাও না।

সুবোধ—(মাথা নীচু করে অত্যন্ত নম্র বিনয়ী কণ্ঠে বললে) আপনি কি রেগে

গেলেন ?

আনন্দ—রেগে গেলাম। এ্যা ..হা...থাপ্পর মেরে তোর

সুবোধ—চাবালিটা উড়িয়ে দেওয়া দরকার।

আনন্দ—হনুমান মুখো বাঁদর।

বিদিশা এল।

বিদিশা—তুই আমাকে কোন কাজ কর্ম করতে দিবি নে ?

সুবোধ—খালি হাতে কেন ? আমার মুড়ি কোথায় ?

আনন্দ—দেখতো বৌমা, হতভাগাটাকে গেলাম বোঝাতে, যাতে ভাল হতে পারে, মানুষ হতে পারে। আর ও কিনা আজেবাজে যাতা সুরু করে দিল ! (অনন্দবাবু আমের থলে রাখতে এগোলেন।)

বিদিশা—ও বাঁদরটার সংগে আপনি কথা বলতে গেলেন কেন, কাকাবাবু। ঐ যে বোমা পড়েছিল, সেই বোমার আগুনে ঘর পোড়া হনুমান হয়েছে। সবাইকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে।

সুবোধ—এই জন্যেই তোকে এত ভালবাসি দিদি। আমি ঠিক কি ..

আনন্দ—(থলে রাখছিলেন, ছিটকে উঠলেন যেন) দেখলে দেখলে

বিদিশা—আপনি ও ঘরে চলুন কাকাবাবু, স্নানসেরে দুটো খেয়ে ঘুমোবেন।

আনন্দ—না, আজ একটু গংগায় স্নান করব।

সুবোধ—আমাকে দেখে পাপ...

আনন্দ—তুমি তুমি তুমি

সুবোধ—যাচ্ছে-তাই

আনন্দ—হুঁঃ

রেগে পাসের ঘরে চলে গেলেন। যাওয়াটা দেখার মতো॥

বিদিশা—তোর জন্যে মান সম্মান সব যাবে।

সুবোধ—যাবেনা। তুই মুড়ি এনে দে। যানা দিদি, যা—দে। সত্যি বলছি খিদে পেয়েছে।

জোর করে ছাদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল। বিদিশা চলে গেল।

সুবোধ খাটে এসে বসল। উঠে গিয়ে বসল চেয়ারে। সেখান থেকে আবার উঠে রান্না ঘরের দিকে যাবে মনে করে দুয়েক পা গেল। ছাদের ওপর দিয়ে আনন্দবাবু একটা গামছা একটা আধময়লা কাপড় হাতে চলে গেলেন গংগা স্নানে। আড় চোখে খরটা দেখলেন।

সুবোধ ফিরে এসে চিত্রতারকা মার্কা ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ছবিটা দেখে একটু হাসল যেন। সরে গিয়ে রেডিও খুলল, রেডিওতে আবৃত্তি হচ্ছে, "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার,
কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা···" রেডিও বন্ধ করে দিল

সুবোধ—থাক, আর'আপনভাগ্য জয় করে দরকার নেই।

সুবোধ—(আলমারীটা খুলল। দেওয়ালের সেই ছবিটার দিকে আবার তাকাল।) "হে বীভৎসতা সুন্দরী, তুমি এত সুন্দরী"······(দুটো একটা কৌটো খুলে, একটা কৌটোতে বিস্কুট পেয়ে খানদুই-তিন হাতে নিয়ে, আলমারী বন্ধ করে চেয়ারে এসে বসল।) "তুমি এত সুন্দরী" যে তোমার সামনে বসে বিস্কুট খওয়া যেতে পারে।

বিস্কুট খেতে লাগল।

"দিদি" বলে ডেকে মন্দার এল।

সুবোধ—(চেয়ার ছেড়ে মন্দারের কাছে চলে গেল) আসুন, আসুন। "হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা—"

মন্দার পাশ কাটিয়ে প্রথমে রান্না ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল; কিন্তু ফিরে চেয়ারে এসে বসল।

সুবোধ—(বলতে বলতে টেবিলের সামনে একটু ঝুকে এল।) কিসের তরে হোথায় গমন··· (রান্না ঘরের দিকটা দেখাল) কিসের তরে মুখভার !

মন্দার—এই কয়দিন আর গত দুই রাত্রি ধরে ঐ চামার সুন্দরকান্তির যে মোসাহেবী করলে, কয়টাকা পেলে ?

সুবোধ--হেন কথা কে বলেছে, সখি ?

মন্দার—তুমি ভাব, তোমার কোন খবর আমি রাখিনে, না ? তোমার সব কয়টা আড্ডা আমি চিনি।

সুবোধ -তাই গোয়েন্দাগিরি করে এলে ? জেনেছ যখন, তখন আর আমায় জিজ্ঞেস করছ কেন ?

মন্দার—জিজ্ঞেস করছি কেন ? ঐ চামারটার ভোটাভুটির খাতা লিখে কয়টাকা পাবে ? ৩০।৪০ টাকা ? পনরদিন ধরে ঘর সংসার ভুলে আবার রাত্রি জেগে টাকার পিছনে ধেয়ে গেলে ! এত টাকার লোভ ?

সুবোধ—তোমার লোভ নেই ? "হোটেলে চাকরী নেব, তাতে কার কি !"—অর্থ পিশাচ !

মন্দার—সেটা দেখার জন্যে তোমাকে রাখা হয়নি। একবার বাড়ীতে বলে যাওয়া গেলনা, "আমি নবাব হয়ে রাজ্য জয়ে যাচ্ছি।" ছিঃ শেষে একটা শয়তানের মোসাহেবী করলে !

সুবোধ—বেশ করেছি। টাকা দিয়েছে, লিখে দিয়েছি। ব্যস। এটা একটা চাকরী ছাড়া কিছু নয়।

মন্দার—বাড়ীতে নবাবীর সংবাদটা জানান গেল না !

সুবোধ—সংবাদটা জেনেছ। এবার বাড়ীতে জানাও গিয়ে। এগিয়ে দেব ? চল এগিয়ে দিয়ে আসি।

মন্দার—তাহলে কথা দিচ্ছ, এগিয়ে দেবে ?

সুবোধ—হ্যা চলুন, শাহাজাদী……আহা ওদিকে নয়।

মন্দার—দিদিকে বলে আসি, আজ এখানে খাব।

সুবোধ—তার মানে ? অন্য কোন মতলব আছে, মনে হচ্ছে !

মন্দার—তুমি আমাকে এগিয়ে দেবে, নিজেই বলেছ। ব্যস।

মন্দার রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।

সুবোধ—(দরজার দিকে এগিয়ে গেল) এগিয়ে দেবনা।……দিদি, আমার মুড়ি দিয়ে যাও। নাহলে সব বিস্কুট খেয়ে ফেলব।

বলে আলমারীর দিকে চলে গেল।

দ্রুতপায়ে সোম বাজারের থলে হাতে রান্না ঘরের দিকে গেল।

সুবোধ—(সংগে সংগে যেতে যেতে) সোমদা—সোমদা—

সোম গ্রাহ্য করলনা। ভিতরে চলে গেল! ক্ষণকাল পরেই ফিরে এল। সুবোধ আবার 'সোমদা সোমদা বলে ব্যস্ত হোল। সোম দরজার কাছে চলে গেল। সেখানে পলাশকে দেখা যাচ্ছিল।

সোম—ভিতরে আয়।

পলাশ এল। সোমের বয়সী। চোখে মুখে কাঠিন্য আছে। অলস জীবনের লালিত্য নেই। ভেঙে পরেনা। বেপরোয়া। ভারী কথাকে অত্যন্ত হালকাভাবে বলে। অনেক সময় কষ্ট হয়, সে হেয়ালী করছে না সত্যি বলছে? যা সে হাসতে হাসতে বলছে, সেটা হাস্যকর

না ব্যঙ্গের বিদ্যুতের খড়্গ : সে কমিক না ট্রাজিক : শয়তান না ভালো মানুষ ? এমন একটা সন্দেহ অন্য সবার মধ্যে জাগে ।

সুবোধ—সোমদা, এস। খুব কিন্তু দেরী করে ফেলেছ। গুরু চলে গেছেন। ...বেগুনবেচা মুখ করনা, আবার আসবেন।

পলাশ—গুরু কিরে সোম ?

সুবোধ—মানে প্রভু—পাদ !

সোম—তুমি থামতো সুবোধ। আমাদের কুলগুরু।

পলাশ—(ঘরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে) কুলদেবতা, কুলপ্রথা, কুলনীতি, কুলসংস্কার কুলগুরু—এমনি আরো অনেক কিছু আছে যা দেশ কুলকুল করে বয়ে চলে। তা বেশ, কুল ভাল, খেতে বেশ—কিন্তুবড় কাঁটা। শেষে আবার কাঁশি। আবার পাপ তাপের শেষেও বুঝি কাশী : বেশ মিল।

সোম—বাজে বকুনিতে তোমাকেও পেল। গুরুতে এত হাসবার কি আছে।

পলাশ—গুরু মানুষের মধ্যে ব্যতিক্রম। মানুষেরা—

সুবোধ—মানুষেরা লঘু, তিনি গুরু।

পলাশ—এ দেখি, বড়লোকী ব্যাপার, রেডিও !

সোম—মোটেই না। ওটা ছয় সাত বছর আগে ইনষ্টলমেন্টে কিনেছি। সাউণ্ডটা খুব ভাল। দাঁড়া দেখাই তোকে।

সুবোধ—খুলতে যাবেন না এখন, একটু আগেই হচ্ছিল, "আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দেবে অধিকার"।

পলাশ—একেবারে অধিকার ! খাট আলমারীও কি ইনষ্টলমেন্টে অধিকার সোম।

সোম—(হাসতে হাসতে) বিয়েতে—

পলাশ—বিয়েটা তো বেশ লাভের! এতসব জিনিষ পত্র, তার পর আবার উপরি পাওনা একটা বৌও পাওয়া যায়!

ভিতর থেকে বিদিশা মুড়ির বাটি হাতে এসে পলাশকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি সুবোধের হাতে বাটিটা গুজে দিয়ে ভিতরে যাবার চেষ্টা করে যেন। মাথায় ঘোমটা দেবার, সেই সংগে পলাশের দিকে তাকিয়ে চোখ নত করার চেষ্টা করে। কিন্তু পলাশের কথায় চলে যেতে পারে না। মাথা একটু যেন, নীচু হয়েই থাকে।

পলাশ—আপনি ভিতর যান, আমি বাইরে যাই।

সোম—(সানন্দে এবং সাগ্রহে) একে দেখে এত লজ্জা পাবার কিছু নেই। আমার বন্ধু—ক্লাসমেট, ফাষ্ট ইয়ার থেকে এক সংগে পড়েছি। এতো পলাশ। বাইরে ছিল; হালে বদলি হয়ে এসেছে।

সুবোধ—সোমদা তুমি বেশ ইতিহাস মুখস্ত বলার মতো বলে গেলে। বাল্যকাল থেকে রাজত্বকাল পর্যন্ত।

বিদিশা ঘোমটা একটু টেনে ওপরে তুলে নিয়েছিল এবং ইতিমধ্যে অনেক খানি সহজ হয়ে নিয়েছিল। সোম খাটে বসল।

বিদিশা—নমস্কার! (মুখে হাসির আবরণ ছিল)

পলাশ—দেরী হওয়া সত্ত্বেও বলছি, নমস্কার।

সুবোধ—আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি!

সোম—ওর সাথে দেখা হয়ে দেরী হল বাজার করতে। আসতে কি চায়! নিয়ে এলাম জোর করে।

বিদিশা—কোথায় উঠেছেন? হোটেলে?

পলাশ—অফিসের মেসে। কিন্তু সোমের ধারণা, আমি এসে খেলে, আপনি খুব তৃপ্তি পাবেন।

বিদিশা—আপনার কি ধারণা? (হাসতে লাগল)

পলাশ—অবান্তর। ক্ষুধার মুখে খাদ্য মানে তৃপ্তি; সুখাদ্যে পরিতৃপ্তি। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ হলে পরমতৃপ্তিঃ পরিতোষ।

সুবোধ—এ ব্যাপারে আমার পূর্ণ সমর্থন… একেবারে দুহাত তোলা…। আমি বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সিচুয়েশনে এ পরীক্ষা করে দেখেছি। এখনো দেখছি। (মুড়িতে মনোনিবেশ করল: সকলে হাসল।)

বিদিশা—পরমতৃপ্তি পরিতোষ এসব কোথায় পাব, খিদে থাকলে দুটো খেতে দিতে পারব।

পলাশ—(চেয়ারে গিয়ে বসে) সেটাই হবে উপরি পাওনা। বন্ধুপত্নীর হাতের দান। মেসের ঠাকুরের হাত আর আপনার হাত। টীকা টিপ্পনির প্রয়োজন আছে?

রান্না ঘরে চলে গেল বিদিশা। সোম হেসে উঠল পলাশের কথায়।

সোম—দেখলি, কেমন পেঁচিয়ে কথা বলে।

পলাশ—প্যাঁচানো কোথায়?

সোম—পাল্লায় পড়লে, না…

পলাশ—দৌড়ঝাঁপ করতে হবে?

সুবোধ—সোমদার ধারণা তিনি একশ গজ দৌড়ের মধ্যে লঙজাম্প হাইজাম্প করেই যাচ্ছেন।

সোম সুবোধের দিকে তাকাল। সুবোধ বাটি হাতে ঘরের একধারে চলে গেল।

পলাশ—তুই শান্ত ছিলি, আরও শান্ত হয়েছিস।

সোম—বয়স বাড়ছে—

সুবোধ—তাই গুরু মারফৎ স্বর্গে প্যালা পাঠাচ্ছে।

পলাশ—পৌছবেনা। পাপটাপ করছিস নাকি আজকাল?

সোম—দূর।

পলাশ—তবে জীবনের মধ্যে গোজামিল দিয়ে চলেছিস।

সুবোধ—গোজায় গোজায় পা চড়িয়ে টঙে চড়ে বসেছেন গুরু ঠাকুর.. দোহাই সোমদা।

পলাশ—আদি ভৌতিক ব্যাপার ট্যাপার দেখতে পাচ্ছিস?

সোম—দেখ মানুষের মন বড় দুর্বল—

পলাশ—গুরু ঠাকুর মঠ আশ্রমে মনটা বেশ সবল হয়ে যায়.. তাগিজ কবচ সব বসে এসে যায়!

সোম—বাজে বকিসনে। সংসার ধর্ম কি বস্তু তা তুই বুঝবি কি করে? কত দুর্ভাবনা, অসুখবিসুখ, রোগভোগ চাকরী বাকরী, ছেলেপেলে মানুষ করা—এ যে কি অবস্থা, সংসারে আয় বুঝতে পারবি।

সুবোধ এসে সোমের প্রায় কাছে বসে।

পলাশ—বুঝতে পারা যাচ্ছে না! সোম, সংসারটা কেমনরে? তরল না গ্যাসীয়? গড়িয়ে যাচ্ছে না ধোঁয়া হয়ে এগোচ্ছে?

সোম—সেটা তুই বুঝবি কি করে? তিন সংসার পার হয়ে চতুর্থ সংসারে চলেছিস। বাণপ্রস্থ না সন্ন্যাস তোর?.. দূর, একটা বিয়ে পর্যন্ত করতে পারলি না। (সোম হেসে উঠল)

সুবোধ—হাসিকে চাপ দেবেন কি দিয়ে?

পলাশ—গুরু দিয়ে। সোম, তুই যে মরে গেছিস, এটা তুই বুঝতেই পারছিস না। এক দিকে অর্থের পেষণ আর এক দিকে ধর্মের বিষকন্যা।… অবশ্য তোর গুরুর ওপর আমার কোন রাগ নেই। গরীব বেচারীকেও তো বাঁচতে হবে। ভোল আর বোল সম্বল করে তাকে দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে ফিরতে হচ্ছে।

সোম—এসব কি বলছিস? বিষকন্যা… ছি ছি পাপ হয়। বলিসনে এসব। ধর্ম আমাদের প্রাণের জিনিষ।

পলাশ—সেই জন্যেই তো বিষকন্যা হয়ে পড়েছে। আজকের ধর্ম কতকগুলো মানুষের হাতের অস্ত্র। এর সাহায্যে লোককে মুগ্ধ করে তারা তাদের কাজ হাসিল করে যাচ্ছে।

সোম—কতখানি পবিত্রতা, ভক্তি নিয়ে বিধাতার পায়ে মানুষ আত্মনিবেদন করে, ভেবে দেখেছিস কখনো।

পলাশ—সেই জন্যেই তো বলছি, মরে যাবার আগেই মরে যাসনে।

সোম—মরে যাইনি। জীবন মাটি হলেও সেটা জীবনের মধ্যে নেমে করেছি। জীবন থেকে হটে গিয়ে বড় বড় কথা বলছি না।

সুবোধ—এ ব্যাপারে সোমদা বিরাট বীর! রীতিমত যুদ্ধ জয়ী বীর।

সোম—যুদ্ধ জয়ী হই আর যাই হই—তবু কিছু করেছি। বিয়ে করেছি, চাকরী করছি, সংসার করছি, দুই ছেলের বাবা হয়েছি। কিন্তু পলাশ, তুই কি করলি?

সুবোধ—তবে বীরপুরুষ নয়? আপনি কি করেছেন?

পলাশ—আমি? একটা লম্বা ফিরিস্তি ভরতি কিছুই করিনি।

সুবোধ—ভাল করেছেন, আমার পূর্বসূরী!

পলাশ—ব্যবসা করতে নামলাম; হাজতবাস হব র জোগাড়। সত্যি মিথ্যে নানা গাঁজাখুরি বুদ্ধি খাটিয়ে জেলের হাত থেকে বেঁচে গেলাম। নারী আশ্রমে

গেলাম কেরানী হয়ে। নামী দামী লোকের শেয়ার। সেই সূত্রে রাজনীতি। ভাই থেকে কাঠ : কাঠ থেকে দাদা। নেতা হওয়াটা ধোপে টিকল না. পালালাম।

সুবোধ—পালালেন ?

সোম—ব্যবসা করা তো ভালোরে। কপাল ফিরে যায়। ভিখারী থেকে রাজা বনে যায়।

পলাশ—ব্যবসা করা মানে ভুলিয়ে প্রেম করা।

সোম সুবোধ—প্রেম করা ?

পলাশ--ঘরের মধ্যে বৌকে ভোলানো আর বাজারের মধ্যে ক্রেতাকে ভোলানো প্রেম নয় সোম, অন্য কিছু হবে। (হাসছে)

সুবোধ—কিন্তু চোরাকারবারী ?

পলাশ—বলনা বলনা। শাড়ি অলংকার মিথ্যে কথা ঘুস দিয়ে সুযোগ আদায় করা আর টাকা ঘুস দিয়ে বাজে মাল চড়া দামে বাজারে ছাড়া বা জমিয়ে রাখা—একই জিনিস : চোরাকারবারী।

সোম—তুই আমাকে গালাগালি দিতে চাস ?

সুবোধ—সহজ কোন একটা ব্যবসার কথা ওকে বলে দিন না !

পলাশ—সবচেয়ে ভালো ব্যবসা হচ্ছে বিনা মূলধনের ব্যবসা। পরিচালন ক্ষমতা আর উচ্চ মহলে যোগাযোগ দরকার। অনেকের ধারণা কিছু নেই, থেকে কিছু হয়না। কিন্তু হয়। হয় বলেই নারী কল্যাণ আশ্রম কল্যাণ কাজে ব্যস্ত, ধর্ম্মমংগল আশ্রম ধর্ম-পাইকিরি হারে দিতে ব্যস্ত।

সোম—কীবলে চলেছিস তুই ?

সুবোধ—হ্যা হ্যা আমি জানি—আমি দেখেছি। এখানকার দিনের পথ রাতের চেয়েও অন্ধকার।

সোম—পলাশ, সমর্থক পেয়ে গেছিস। (বিদিশা এক পেয়ালা চা এনে পলাশকে

দিয়ে চলে যাচ্ছিল ; সোম ইঙ্গিতে তাকেও দিতে বললে । বিদিশা চলে গেল ।) তোর মতবাদগুলো প্রচার কর । চেপে রাখিসনে । রাখলে, শেষ পর্যন্ত জমে পাথর হয়ে যাবি । নাম হলে মন্ত্রী হতে পারবি ।

পলাশ—এই জন্যেই প্রকাশ করছিনে । কারণ পারবনা ; সইবেন । কারণ রাজনীতির চেয়ে কসাই নীতি ও ঢের ভালো ।

সুবোধ—কসাই নীতি ?

সোম—সেকিরে ?

বিদিশা ফিরে এল এক পেয়ালা চা নিয়ে । পলাশের কথার মধ্যে সে সোমকে এবং পলাশকে আলমারী থেকে বিস্কুট এনে দিয়ে চলে যাচ্ছিল । সুবোধ চায়ের ইংগিত করল । বিদিশা মাথা নেড়ে চলে গেল । লক্ষণীয় বিদিশার বেশবাস । সে একটু যেন সেজেছে ।

পলাশ—মরা গোরুর চামড়া ছোলা কসাই নীতি । দুর্বল মানুষকে ভুলিয়ে কাঁধে চড়ে, টেনে টেনে চামড়ায় চামড়ায় সেলাই করা হচ্ছে রাজনীতি । ব্যথায় মানুষগুলো একটু চীৎকার করে উঠলে স্তোক বাক্যের রেড়ির তেলে সুচটা একটু ডুবিয়ে নিতে হয় : মানুষগুলোর ঐটি হচ্ছে ব্যথাহর পরম লাভ—তৃপ্তি ।

সুবোধ—বাঃ (ভিতরে চলে যায় ।)

সোম—তুই আর দেরী করিসনে পলাশ, সময় থাকতে এখনো বিয়ে করে ফেল তারপরে কোন ঠাণ্ডা দেশে গিয়ে থাকিস । তোর মাথার ভূস্তকে অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি দেখা দিয়েছে ।

পলাশ—আগ্নেগিরি আমার মাথায় নয়, তোর বুকের মধ্যে !

সোম—আমার জীবনে দুঃখ আছে । কিন্তু ঐসব (সুবোধ ফিরে এল, হাতে চা) আগ্নেয়গিরি নেই ।

সুবোধ—দুঃখকে আমি মুছে ফেলেছি । কী হবে দুঃখের বোঝা বয়ে !

পলাশ—জীবন্ত মানুষের কথা।

সোম—তুমি আর বলনা সুবোধ। কাজ নেই কর্ম নেই—টো টো করে বেড়াও।

পলাশ—কাজ না পেলে ঘরের কোনে বসে কাঁদবে, না অন্য লোকের মোসাহেবী করবে!

সুবোধ—বলুন আপনি, সহজ কথা বোঝানো কত কষ্ট এদের। বুঝবে না।

বিদিশা ছাদের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল; কিন্তু পলাশের কথায় থমকে দাঁড়াল।

পলাশ—না বোঝার কিছু নেই। কোন আশা নেই এটা এসে মনে দানা বেঁধেছে, কি ব্যবসায়ী ধর্মের বিষকন্যা আকড়ে ধরেছে। দেখ তোমার দিদির অবস্থা: অর্ধমৃত। সোম: জীবন্মৃত!

বিদিশা চলে যায়

সোম অস্বস্তি বোধ করে। রেগে গিয়ে বলে—

সোম—একথা কেন বলছ?

পলাশ—জানিয়ে দিলেও বুঝতে পারবে না। হাজার হাজার মানুষ ভুলে গেছে বেঁচে থাকা কাকে বলে। কারণ একালে মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। ঐ গ্রুপ ফটোটা দেখ,—ওখানে মানুষ আছে না গোরু আছে এখানে বসে বলাশক্ত!

সুবোধ—কাছে গেলেও সাদাকালোয় আঁকা ছবিই দেখা যাবে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এটা যে কিছু না থাকার যুগ। প্রকাশ করতে পারছে না। ঢেকে রাখছে।

সোম—যেমন তুমি।

পলাশ—হ্যা, হাহাকারকে ঢেকে রাখছে পরগাছা দিয়ে।

সোম হাসে।

সুবোধ—এ বেশ। এই তো ভালো।

পলাশ—ভালো নয়। ভিতরে ভিতরে তুমি কাঁদছ।

সোম—সুবোধ কাঁদবে, তবেই হয়েছে।

বালতি হাতে বিদিশা ছাদের উপর দিয়ে ফিরে আসে। না দাঁড়িয়ে চলে যায়।

পলাশ—কান্নাকে দুঃখকে ভুলতে চায় যত, সঙ আসছে তত এগিয়ে।

সুবোধ—ভুল বাজে কথা।

পলাশ—বিশেষজ্ঞের মতো কিছু বল সুবোধ।

সুবোধ কি বলছেন আপনি ?

সোম—ঠিকই বলেছে।

সুবোধ—কিন্তু আমি কাঁদব কেন ?

পলাশ—তবে ?

মন্দার এলো।

সুবোধ—বুকে আমি আগুন জ্বালিয়েছি।

মন্দার হেসে ফেলল। সুবোধ ও পলাশ তার দিকে তাকাল।

মন্দার—এক বালতি জল এনে ঢেলে দিই। আগুন নিভে যাবে।

সুবোধ—চুপ কর।

মন্দার—কথাতেই আগুন নিভে গেল !

সোম—নিভবে না ? একে তো হঠাৎ জ্বলে ওঠা আগুন, তারপরে হঠাৎ এক বালতি জল। এভাবে climax নষ্ট করা অন্যায়।

সুবোধ—হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গেছ সোমদা।……আসুন নাটকীয় ভংগিতে আবির্ভূতা মহিলা, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন মন্দার, ম্যাট্রিক

পা—শ, চাকুরী খেপা। ইনি হচ্ছেন পলাশবাবু, সোমদার বন্ধু, স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ অনেক ঘাটের জল খেয়েও তৃপ্তি হয়নি।······ আপনি দাঁড়িয়ে না থেকে এসে বসতে পারেন সুলতানা রিজিয়া।

মন্দার—অনুরোধ না করলেও চলত। কিন্তু বসবার সময় নেই।

পলাশ—না বস। পরিচয় হল, আলাপ হবে না, সে কেমন কথা?

খাটের একধারে মন্দার বসল।

পলাশ—তুমি বুঝি চাকরীর চেষ্টা করছ।

সুবোধ--চেষ্টা! চেষ্টা কি? হাতে একটা ফাঁস বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধান পেলেই সাঁ করে দিচ্ছে টান।

সুবোধ—এত দরকার চাকরীর?

মন্দার—আপনার বেচে থাকতে ভালো লাগে?

সোম—বাঁচতে সবার ভালো লাগে।

মন্দার--অথচ মজাটা দেখেছেন, আমরা যে বাঁচতে পারি, বেশীর ভাগ লোকে সেটাই মানতে চায়না।

সুবোধ—সেজন্যে এর বিরুদ্ধে ইনি যু—দ্ধ ঘোষণা করেছেন। অবশ্য কামান বন্দুক না নিয়েই।...মন্দার আর দু একটা বাণী দাও!

মন্দার—বাণীর কথা থাক। আমার সাথে তুমি যেতে চেয়েছ, যাবে তো চল!

পলাশ—কিন্তু তুমি তো বেশ একটা অদ্ভূত কথা বললে। তুমি বাঁচতে চাও! সোম, কথাটা শুনলে? ও বলছে কিনা বাঁচতে চায়! আশ্চর্য!

সোম—আশ্চর্য আবার কি? এ্যা আশ্চর্য কিসে?

পলাশ—বাঁচতে চাওয়ার মানে কি জানো? একালে অনেকের কাছে মরে যাওয়া। কিন্তু মন্দার, যারা বাঁচতে চায়, তারা আধুনিক-অতিআধুনিক নয়। ভালো কথা, আর্ট বোঝ? মানে যরে সাহায্যে নিজের মধ্যে নিজের চারদিকে বেশ একটা আর্টিষ্টিক ভাবমণ্ডল তৈরী করে ফেল

যায় ! (চেয়ার ছেড়ে উঠে আসে)

মন্দার—আরে সর্বনাশ ! তারা আমায় একঘরে করেছে। তাদের ধারণায় আমি মান্ধাতার আমলের। আর্ট এ্যারিষ্টোক্রাসী নেই বলে আমি ভীষণ কূপমণ্ডুক। কয়েকদিন ভেবেছিলাম, এ্যারিষ্টোক্র্যাট হয়ে দেখি কেমন লাগে। বলব কি, ভাগ্যে পাগলামীটা ঘুচল, নাহলে হিপক্রিট হয়ে কি যে করতাম ..(হাসতে লাগল)

সোম—মন্দার, আজে বাজে বলছ কেন ?

পলাশ—আজে বাজে কেন ? বেশ তো বলছে।

সুবোধ—আপনি বলছেন কি, আমাদের সোমদা গরীব হলে কি হবে, রীতিমতো অভিজাত।

পলাশ—তাই নাকি সোম ?

সোম—দেখ ওভাবে প্রশ্ন না করলেও চলত। আভিজাত্য কালচার এসবগুলো হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় চরিত্র। আধুনিক কালে বাচব, অথচ সেই কালকে মানব না, এমন হবে কেন। আচ্ছা তোমরা গল্প কর, আমি স্নানটা সেরে নিই।

পলাশ—কিন্তু সোম, তোমার "পত্নী" দেখা দিয়ে 'অন্তর্হিতা' হলেন ; আলাপ হলনা। সম্ভবতঃ তিনি তোমার আভিজাত্যের দাওয়াই জ্বালদিতে রান্না ঘরে ব্যস্ত। কে জানে স্বামীদেবতা অবর্তমানে অন্যপুরুষের সাথে আলাপ করা আবার কাল্‌চার বিরুদ্ধ কিনা ! (খাটে বসল)

সোম—আরে দাঁড়াও—দাঁড়াও—

হাসতে হাসতে ভিতরে চলে গেল।

পলাশ—কি কথা হচ্ছিল আমাদের। ও কথা হচ্ছিল তোমাকে নিয়ে। গান বাজনা জান ?

সুবোধ—কি ব্যাপার ? এযে কনে দেখা সুরু করলেন। আর্ট জান,

এ্যারিষ্টোক্রাসী জানো, গান বাজনা জানো? মন্দার, কপাল বোধ হয় খুলল তোমার! পাত্র কে?

তিন জনে হেসে উঠল।

মন্দার—গান বাজনা জানিনে। ধাতে সয়না। কয়েক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে বার কতক জলসায় গিয়েছিলাম। সে কেবল ফুল, জল, আকাশ সন্ধ্যা, চাঁদ, তারা মাথা মুণ্ডু আর, তুমি আর আমি। নাকে কানে খত দিয়েছি ঐ হাপুস হুপুস উদাস উদাস নিঃশ্বাস আর নয়।

পলাশ—তোমাকে কিছুতেই আধুনিক বলা চলল না। তোমাকে আমার বন্ধু করে নিতে ইচ্ছে করছে।

সুবোধ—তাহলে আর দেরী করে কাজ নেই। বন্ধুত্বের সাক্ষী আমি হয়ে পড়ি। মন্দার রেডি হয়ে পড়। ...এগিয়ে এসো...এই হয়েছে।

তিন জনে খাটের ওপর মুখোমুখি হয়ে বসল। মন্দার আর পলাশের হাত একসাথে ধরে সুবোধ বলল—

সুবোধ—যদিদং হৃদয়ং তব...

হাসিতে উচ্ছল হল তিনজনে।

বিদিশা এল। থমকে দাড়াল।

সুবোধ—দিদি, এদিকে বন্ধুত্ব কমপ্লিট, দেরীতে এলে সাক্ষী হতে পারলেনা।

মন্দার—বন্ধুত্ব হল। এবার যাওয়া থাক।...চল!

বিদিশা—এখন কোথায় যাবি?

মন্দার—আলিপুরে...

সুবোধ—চিড়িয়া খানায়...

মন্দার—এক ভদ্রলোক তার বাচ্ছা ছেলেমেয়েদের জন্যে একজন গার্জেন টিউটর চেয়েছেন।

সুবোধ—দেখ দিদি দেখ, কি লোভ চাকরীর। একেবারে হন্যে হয়ে গেছে।

মন্দার—হন্যে হওয়া টওয়া বুঝিনা। টাকা আয় করতে হবে। সেজন্য অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

বিদিশা—হ্যা তুমি বীরাংগনা চাঁদসুলতানা। …কিন্তু ওসব কাজ ভাল নয় মন্দার; পাঁচলোকে পাঁচ কথা বলবে।

মন্দার—তারা আমাকে বাঁচাবার জন্যে আসবেনা। বাঁচতে দেবেনা, অথচ পাঁচ কথা বলবে! সেকথা আমার কানে যাবে না।

সুবোধ—হাতে একটা রিভলবার দিই, বেশ মানাবে.

মন্দার—চুপ কর।

বিদিশা—(কেমন যেন অসহায় ভাব ফুটে উঠল) দুটো খেয়ে যাস। (সেই ভাবটা কাটিয়ে নিতে চেষ্টা করে; যেন সহজ হতে চায়।) যা, রান্না ঘরে গিয়ে রান্নাটা একটু দেখ।

মন্দার—তোমার এই খাওয়াবার অত্যাচারটা কবে যাবে?

বিদিশা—অত্যাচার? মরলে যাবে। …এদিকে দেখনা অসূর্যম্পশ্যা বলে অভিযোগ হয়ে গেছে।

মন্দার রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।

পলাশ—আশ্চর্য!

বিদিশা—কি?

পলাশ—আশ্চর্য এই মন্দার।

সুবোধ—যাক, কথাটা মন্দার থাকতে ভাগ্যে বলেননি।

বিদিশা—আপনি আসাতে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছি।

পলাশ—কি হল? কথটা ঘুরে গেল। আনন্দিত হয়েছেন। আমি কিন্তু কোন দেশের রাষ্ট্রদূত বা রাষ্ট্রপ্রধান নই।

সুবোধ—তুইও না।

বিদিশা—এতকাল পরে হঠাৎ আবির্ভাব কেন ?

পলাশ—দেবতা নই, দিনক্ষণ মিলিয়ে আবির্ভাবের কাল ঘোষণা করিনে।
(বিদিশার সামনে দাঁড়াল)

সুবোধ—আবির্ভাব…আমার মতো হঠাৎ হয়।

বিদিশা—সুবোধ, তুইও স্নান সেরেনে, তারপব, ইনি যাবেন !

সুবোধ—আমি কেন ?

বিদিশা—তোকে এখানে স্নান খাওয়া সেরে ভদ্র হতে হবে। আর কেন ?

সোম গামছা গায়ে জড়িয়ে ছাদেব ওপর দিয়ে চলে যায়

সুবোধ—তোর আবদার সইতে সইতে প্রাণ যাবে সবার।

সুবোধ উঠে অ লনার কাছে চলে যায়।

বিদিশা—আপনি দেবতা মানুষের কথা বলছিলেন, কিন্তু দেবতা মানুষের কথ
শুনতে চাইনি।

পলাশ—সোম আমার বন্ধু…

সুবোধ—সেজন্যে আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

বিদিশা—বন্ধুপ্রীতি ? কিন্তু এতকাল তো ওব মুখে এতবড় বন্ধুভাগ্যের সংবা
পাইনি।

পলাশ—সে আমার দুর্ভাগ্য। …আবার সৌভাগ্যও বটে !

বিদিশা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সুবোধ একটা তোয়ালে টেনে বের করেছিল ; জামা খুলবে খুলবে এম
একটা ভাবকরেছিল ; কিন্তু পলাশের কথায় সেও ঘুরে দাড়ায়।

পলাশ—কিছুক্ষণের মধ্যে দুইরূপ দর্শনের সৌভাগ্য। শুধু তাই নয়, গৃহপালিত সোমনাথের পরিচয় পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়! (চেয়ারে গিয়ে বসে)

সুবোধ—ভীষণ বাধ্য, কি বল দিদি!

বিদিশা—এজীবনে আসতে লোভ হয় না?

পলাশ—দেহি পদপল্লবমুদারম? অসম্ভব।

সুবোধ—যাদু বিদ্যায় মেয়েরা কিন্তু পারদর্শী।

পলাশ—(হেসে ফেলল) অভিজ্ঞতা আছে নাকি?

সুবোধ—জেনে শুনে ধারে কাছেও যাবেন না।

বিদিশা—সুবোধ, তুই স্নান করতে যা তো! সেই তখন থেকে কেবল টিপ্পনি কাটছে।

সুবোধ—যাচ্ছি! ...দাঁড়া, জামাটা খুলে নিই।...না হলে তুই আবার লুকিয়ে রাখবি।

সুবোধ চলে গেলে। পলাশ চেয়ার থেকে উঠে এসে মুখোমুখি দাঁড়ান।

পলাশ—(ধীরে ধীরে বললে) কথাটা একটু স্পষ্ট হলে ভাল হয়।

বিদিশা—(চমকিত হল; চকিতভাবে) দ্বিতীয়বার আমার জীবনে তোমার প্রয়োজন নেই। যেঘর গড়ে নিয়েছি, সেটা সুখের হোক বা দুঃখের হোক, সেখানে বাইরের তৃতীয় লোকের নাক গলান সইবনা।

পলাশ—(বিষণ্ণ মুখে একটু পিছিয়ে এল; কতকটা তবু যেন খামখেয়ালী ভাবে বললে) একটা কিছুতো করতে হবে তোমাকে।

বিদিশা—(অত্যন্ত যেন বিবর্ণ হয়ে গেল) তোমার জন্যে...(দৃঢ়তা ফুটিয়ে তোলে) আর একটা সংসার নষ্ট হবে, সে আমি চাইনা!

পলাশ—মানেটা আর একটু স্পষ্ট করে বল।

বিদিশা—(অত্যন্ত দৃঢ় হয়ে গেল) মানে সহজ ..আমাকে সম্মান বাঁচাতে হবে।

পলাশ—(মুখের ওপর থেকে বিষণ্ণতা ঘুচে গিয়ে হাসি ফুটে ওঠে) পদ্ধতি?

বিদিশা (রেগে মুখে ঘোরাল) নির্লজ্জ!

পালাশ চেয়ারে এসে বসল। ক্ষণকাল উৎসুক ভাবে তাকিয়ে রইল। শেষে বেশ প্রশান্ত ভাবে বললে।

পলাশ সম্মান আমাকেও মাঝে মাঝে বাঁচাতে হয় কিনা। সেজন্য কৌশলগুলো জানা থাবলে, বার কয়েকের চেষ্টায় রপ্ত হয়ে যেতাম।

বিদিশ (ক্রুদ্ধ ব্যংগাত্মক ভংগিতে) সম্মান বাঁচাবার মতো অবস্থা আজকালও মাঝে মাঝে আসে!

পলাশ (খুব একটা মিষ্টি হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন; আনন্দিত ভাবে বললে) মাঝে মাঝে কি? প্রায়ই! মান সম্মান রক্ষা করে চলা ভীষণ ঝামেলার ব্যাপার। পান থেকে চুন খসলে—

বিদিশা মুখে চুনকালি পড়ে? ··· (পলাশ কথা নাবলে তাকিয়ে আছে দেখে রুক্ষ হল) অপমান তোমার গণ্ডারের চামড়া ফুটে গায়ে বেঁধে?

পলাশ গায়ে যে বিসের চামড়া দেব, কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছি নে!

বিদিশা আশ্চর্য। ···এত পরিবর্তন হয়েছে তোমার! এত হীন হয়ে গেছ তুমি!

অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে সে হাটতে হাটতে আলনার কাছে চলে গেল! আবার আলমারীর কাছে চলে এল। ·· গায়ে তোয়ালে ফেলে সুবোধ ছাদের ওপর দিয়ে চলে গেল। ··· প্রথমটা পলাশ খামখেয়ালী দৃষ্টিতে বিদিশার উত্তেজিত পরিক্রমণ দেখল; তারপর উঠেগিয়ে বিদ্রূপাত্মক ভংগিতে বলল—

পলাশ—তোমার সাথে ধাপে ধাপে উর্ধ্বগামী হতে পারলে বেশ একটা উত্তেজনা ভরা কিছয় কিছয় অবস্থার নাটকীয় দৃশ্য গড়ে তোলা যেত; রস জমত ঃ

বিরস হয়ে পড়ত না। তোমার গায়ের ঝাল মিটত। অবশ্য ঝাল তুমি কিছু পরিমানে মেটাতে পেরেছ। কিন্তু তেমন কোন ইচ্ছা আপাততঃ আমার নেই।

বিদিশা—(ক্ষণকাল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল; তারপরে অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে) আমার কথার কোন মূল্য নেই? একেবারে হাল্‌কা কথা?

পলাশ—(বিরক্ত করে রাগিয়ে দেবার ভংগিতে) না, গুরুত্বপূর্ণ।

বিদিশা—গুরুত্বপূর্ণ?

পলাশ—তুমি বেশ উত্তেজিত হয়েছ, দাঁড়িয়ে থেক না। ঠিক হয়ে বস!

বিদিশা—(অপমান বোধ করে; শুষ্ক কণ্ঠে বলে) না, বেশ আছি।

পলাশ—(উঠে এসে মিষ্টি কথায় ভোলাবার মতো সুরে বলে) যাও, বস। "গুরুত্বপূর্ণ কথা যে বসে বসে না আলোচনা করতে পারলে, ভার কমে যায়। "তীব্রতা" "তীক্ষ্নতা" নষ্ট হয়ে যায়।

বিদিশা—(বিরক্ত হয়ে ওঠে) ব্যংগ করতে হবেনা তোমায়।

পলাশ—ব্যংগ? ...আমি বেশ সীরিয়াস হয়েছি বিদিশা। কিন্তু তোমাকে না দেখলে সীরিয়াস হতাম না।

বিদিশা—কি করতে চাও? (কণ্ঠ যেন অত্যন্ত শংকিত হয়ে উঠল।)

পলাশ—অশুভ কিছু নয়।

বিদিশা—(অত্যন্ত অসহায় ভাবে সে যেন শেষবারের মতো অবলম্বন খুজল।) আমার এ ঘর কত ভালো, কত সুন্দর, কত মধুতে, কত পূণ্যে ভরা—সে তুমি বুঝতে পারবে না। এখানে তুমি আগুন জালিয়ে দিও না। তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছি, তার শোধ এমন করে নিওনা! ক্ষমা করতে পার না তুমি!

পলাশ—"রে অধরা মোর মুষ্টি ছাড়াবি কি করে, যতক্ষণ চিনি নাই তোরে!

বিদিশা—বাঁচতে দাও আমায়।

পলাশ—আশ্চর্য—!...আশ্চর্য! ...

পলাশ বিদিশার কাছে থেকে সরে চলে গেল! বিদিশা অবসন্ন ভাবে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল। …ছাদের ওপর দিয়ে আনন্দবাবু চলে গেলেন।

পলাশ…এত ভয়…এত শংকা! এমন করে ভেঙে গেলে? কেন ভাঙলে এমন করে? এই তো মৃত্যু! …না এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো।

পলাশ চেয়ারের দিকে ধীরে ধীরে আসতে লাগল চিন্তাক্লিষ্টভাবে। …সোম ছাদের ওপর দিয়ে এসে ঘরে ঢুকল, গায়ে গেঞ্জী. মাথা ভেজা। চিরুনী নিতে নিতে বললে:

সোম—কিরে পলাশ, একেবারে চুপ চাপ।

পলাশ—আপাততঃ। ভাবজমাবার জন্যে লোকে কত কি করে—নাক ফুলিয়ে চোখের জল ফেলে, হাপুস নয়নে তাকায়, ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলে। আমরা নাহয় চুপ করে রইলাম।

কতখানি মজার কথা হয়েছে মনে করে সোম হেসে ওঠে। …বিদিশা চমকে ওঠে। সোম খাটে এসে বসলে, বিদিশা পিছনে চলে যায় এবং সেখান থেকে আশ্চয রকম নরম স্বরে বলে।

বিদিশা—তুমি এখন আর গল্পে মেতনা। ওকে স্নান সেরে নিতে বল।

সোম—হ্যা হ্যা, তুই স্নানটা সেরে নিবি চল। ইস্, দেখতো নটা বেজে গেছে। চলচল্!

পলাশকে সংগে করে পাশের ঘরে চলে গেল সোম।

বিদিশা জানলার কাছে গিয়ে শিকে মাথা রেখে দাঁড়াল। রোদ মাথার ওপর দিয়ে মুখে এসে পড়ল। বিষণ্ণ মুখ…চোখে জল। দুটি বালকের কলরব ভেসে আসতে লাগল। ধীরে ধীরে মুখে হাসি ফুটে ওঠে। দ্রুত পায়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

তিনমাস পরে। সন্ধ্যা নামছে। ছাদের ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিদিশা দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরে আবছা অন্ধকারে সুবোধ চেয়ারে বসেছিল। বিদিশা ঘরে আসে। আলো জ্বালে। বিদিশাকে বেশ সুন্দর লাগছে। সন্ধ্যা প্রদীপ দেয়। সুবোধ তাকিয়ে থাকে, কথা বলে না। বিদিশা আবার ছাদে চলে যায়। শামু শানু ছাদে আসে। তাদের কাছে টেনে নেয়। বিদিশা তাদের নিয়ে ধীরে ধীরে পাশের ঘরে চলে যায়। ···সুবোধ মুখ ঢাকে। ··ছাদ বেশ রোমান্টিক হয়ে ওঠে। রোমান্সের মায়া ইতস্তত: ছড়ায়, জ্যোৎস্নাস্নাতা রোমান্স পকেটে ভরা যায় না।

মন্দার এলো।

মন্দার—কি হয়েছে?

সুবোধ—(মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নেয়) কিছু নয়, ...ভাবছি।

মন্দার—সর্বনাশ! শেষ কালে তোমার মাথায় ভবনা ঢুকল! 'তুমি ভাবছ' —এতো ভাবাই যায় না!

সুবোধ—অথচ মজা দেখ, আমি ভাবছি!

সুবোধ জানালার কাছে গেল। মন্দার কাছে গিয়ে বললে,

মন্দার—আমার চাকরী পাওয়ায় মাথায় ভাবনা আসেনি নিশ্চয়! তোমাকে নাহয় মুক্তি দিলাম।

সুবোধ—কেন বাজে বকছ? তুমি চাকরী পেলে আনন্দ করেছি। ও সব কিছু নয়।

মন্দার—তবে? সেদিন বিয়ের যে কথা বলেছিলাম, সেই কথা নিয়ে ভাবছ, ওনিয়ে মাথা ভার করবার মতো কিছু নেই। (খাটে এসে বসল।)

সুবোধ—তোমার কথা অত্যন্ত সাধারণ। আমার মতো মানুষের পক্ষে একদিন একটা দুঃস্বপ্ন বা স্মৃতি হয়ে থাকবে ; সে জন্যে ওভাবনা আমার কাছে খুব বেশী কিছু নয়।

মন্দার—কিছু নয় ?

সুবোধ—না।

মন্দার—আশ্চর্য।

সুবোধ—আশ্চর্য হতে যেওনা। [দুজনেই চুপ করে থাকে] দিদি চিরকাল হাসে, কোনদিন তাকে কাঁদতে দেখিনি।

মন্দার—(অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে) ভূমিকা বাদ দাও, সহজ কথাটা খোলাখুলি বল।

সুবোধ—এই ঘরখানাকে একটু তাকিয়ে দেখ। মাস তিনেক আগেকার দেখা ঘরের কথা মনে কর—ছন্নছাড়া ঘর। আজ সবকিছুতে দিদির হাতের ছাপ। এই আলনা, এই আলমারী, এই দেওয়ালের ছবিগুলো—এই সব কিছু দিদি ভালবাসতে চাইছে। এই ঘরটা তার আদরের হয়ে উঠছে।

মন্দার—(রেগে গেল) কি বলতে চাইছ, স্পষ্ট করে বল। আমি চাকরী ছেড়ে এই রকম একটা ঘর সাজাতে বসে যাই।

সুবোধ—মন্দার, ভুল বুঝতে যেওনা। আমি যা বলছি শোন চুপ করে। এখনকার দিদিকে তোমার খুব ভাল লাগবে।

মন্দার—দিদি একটু সাজলে, খুব সুন্দর লাগে।

সুবোধ—সব সুন্দর ! অথচ অন্ধকার ঘরে শামুকে কোলে নিয়ে দিদি কাঁদছিল।

মন্দার—খুব বুদ্ধি তোমার। কে কখন কাঁদবে, কেন কাঁদবে, আনন্দের মধ্যে কাঁদবে, না দুঃখের মধ্যে কাঁদবে, সেটা জানতে চাও! বাড়ীতে মা বাবা কেন কাঁদে সেটা জান ?

সুবোধ—সেটা ভাল করে, বুকের জ্বালা মিশিয়ে জানি বলে, দিদির কান্না দেখে সইতে কষ্ট হচ্ছে। শুধু একদিন নয়। আরও কয়েকদিন দেখেছি।

একদিন হেসে ফেলেছিলাম; কিন্তু এমন করে তাকাল, সইতে পারিনি। হাসিটা হঠাৎ থেমে গেল।

বিদিশা এলো।

মন্দার—দিদিএসো।

বিদিশা—কখন এলি ?

মন্দার—কখন আসি না আসি, সে তো তোমার তাকিয়ে দেখার সময় নেই। তুমি তোমার শামু শানু নিয়ে ব্যস্ত ··ওকি মুখভার করছ কেন ?

বিদিশা—ওদের কথা তুই কি বুঝবি ?

মন্দার—না কিছুই বুঝব না।···কিন্তু তুমি হঠাৎ কাঁদতে গেলে কেন ?

বিদিশা—(চমকে উঠল) কাঁদতে গেলাম—

পলাশ এলো।

মন্দার—হ্যা—

পলাশ—আরে মন্দার, তুমি এসেছ আজ ?

মন্দার—হ্যা, এলাম তো।

পলাশ—সেই সাত আট দিন আগে তোমার সাথে কলেজ স্ট্রীটে দেখা। তারপরে আর পাত্তা নেই তোমার। অনেক কথা আছে তোমার সাথে।

মন্দার—আমারও। দাঁড়াও।···দিদি তোমার সাথে আমারও অনেক কথা আছে।

সুবোধ—এবার দিদি, তুইও বল, আমারও অনেক কথা আছে। আমি বলি আমার কোন কথা নেই।

সবাই হাসল।

মন্দার—দিদি চলো। দাঁড়াও পলাশদা—

মন্দার এবং বিদিশা পাশের ঘরে চলে গেল।

পলাশ—সুবোধ, কোন কথা নেই বললে, অথচ মুখ দেখে তো ঠিক হাসির লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না।

সুবোধ—হাসির লক্ষণ সব সময়ে মুখে থাকে না। কথার মধ্যে থাকে। আমি বেশ একটা ভরাট ভরাট আনন্দে আছি। চাকরি নেই, কাজ কর্ম কিছু নেই। তোমার পাল্লায় পড়ে সুন্দরকান্তির টাকার গন্ধ ভরা বন্ধুত্বটাও গেছে।···একেবারে পরিপূর্ণ আনন্দ।

পলাশ—তুমি অভিযোগ করছ সুবোধ? সত্যিকে স্বীকার করে নেবার মতো শক্তি তোমার নেই?

সুবোধ—মাঝে মাঝে পেটের ক্ষুধা বাদ সাধে। সত্যি বল, সুন্দর বল, মহৎ বল, সব কিছু ঘুলিয়ে যায়। আর "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়" হয়ে ওঠে।

পলাশ—হাসিটাকে পাথরের বুকে ঝর্ণার মতো বইয়ে দাও। চীৎকার করে বলো "ওরে বিহংগ, ওরে বিহংগ মোর, এখনি, অন্ধ, বন্ধ করনা পাখা।"।

সুবোধ—বললে ভাল। বেশ ঝংকার ভরা কথাগুলো। কিন্তু ঐ সংগে আরো কথা আছে—"ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা। ওরে ভাষা নাই, (বলতে বলতে ছাদে চলে যায়) নাই বৃথা বসে ক্রন্দন, ওরে গৃহ নাই···"

পলাশ—সুবোধ, সুবোধ শোন—এর পরে আরো কথা আছে। (ছাদে যেতে যেতে) "আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ অংগন, ঊষা দিশাহারা, নিবিড় তিমির আঁকা। ওরে বিহংগ, ওরে বিহংগ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কর না পাখা।"

সুবোধের হাত টেনে দেয়। :

বলতে বলতে মন্দার এল। তার পিছনে বিদিশা।

মন্দার—যা সত্যি বলে মনে করেছি, তাই বলছি—

বিদিশা—না সত্যি নয়, মিথ্যে।

মন্দার—যে জীবনকে তুমি আঁকড়ে ধরতে চাইছ নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সেটা মিথ্যে হয়ে গেছে। তুমি হয়তো বুঝতে চাইছ না; কিন্তু এই সংসারের রূপ তোমার চোখে বদলে গেছে।

বিদিশা—এমন কথা বলিসনে। শুনলে পাপ হয়। তুই যা। তোর মুখ দেখলে অপরাধ হবে...

মন্দার—অপরাধ হবে? কিন্তু আমি যা সত্যি বলে জানব, সে আমি করব। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সুবোধ পলাশ ঘরে আসে। তারা অবাক।

বিদিশা—(অসহায়ভাবে) তুই যা। কোনদিন তোর মুখ আমি দেখতে চাই না।

বিদিশা পাশের ঘরের দিকে যেতে থাকে।

মন্দার বাইরে দিকে চলে।

সুবোধ—দিদি—

মন্দার চলে যায়।

পলাশ—মন্দার, শোন—

বিদিশা চলে গেছে। দরজা বন্ধ হল।

পলাশ—সুবোধ, মন্দারকে ডাক। ডেকে আন এখনি।

সুবোধ—ও হয়তো আসবে না।...কিন্তু কেন এই রাগারাগি!

পলাশ—আসবে, ডাক তুমি।

সুবোধ চলে যায়। পলাশ এসে চেয়ারে বসে। বিদিশা এসে দরজা বন্ধ করে স্তব্ধভাবে দাঁড়ায়। পলাশ কোন কথা বলে না।

বিদিশা —তুমি কিছু বলবে না?

পলাশ — না।

বিদিশা—কেন এমন করে রেগে গেলাম, জানতে চাওনা?

পলাশ—না। কারণ এটা একটা রোমান্টিক ভাবালুতা।

বিদিশা—ভাবালুতা?…মন্দার কি বলে গেল, বুঝতে পার?

পলাশ —অস্পষ্ট। অনেক কিছু আঁধারে আছে, অল্প কিছু আলোতে

বিদিশা—তোমার নিজের দিক থেকে?

পলাশ —কোন প্রয়োজন নেই।

বিদিশা—কিন্তু আমি?…আমার? এই তিনমাসে কি ঘটল বুঝতে পার? আগে দিনগুলো আমার খুঁড়িয়ে চলত; এখন এই তিনটি মাস যেন মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল। এই জীবনের আর একটা মানে আছে। …কিন্তু সে-বুঝি কিছুতেই পাবনা।

পলাশ—তুমি বেশ রোমান্টিক হয়েছ। আর তোমার ভাবালুতাও বেশ হৃদয়-গ্রাহী হয়েছে।

বিদিশা—কি বলছ তুমি?

পলাশ—এবার তোমার বক্তব্য শোনা যা'ক।

বিদিশা স্তব্ধভাবে তাকিয়ে ছিল। একবার সে যেন কেঁপে উঠল। মুখ নীচু করল। তারপরে মুখ ঘুরিয়ে ছাদে চলে গেল। পলাশ জানালার কাছে এল।

পলাশ—তুমি ভুল করছ বিদিশা, ভীষণ ভুল করছ। একটা ফাপা শূন্য অকেজো বেলুনকে সত্যি মনে করে স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছ। বেলুনটাও মিথ্যে, স্বপ্নটারও কোন মানে নেই। অকারণ জ্বালা আছে।

বিদিশা —(জানালায় দেখা গেল) আমার জীবন থেকে সরে গেছলে, ভুলে

ছিলাম। জ্বালা ছিলনা কোন। গেলে যদি তবে ফিরে এলে কেন?

পলাশ—এখানকার ছায়া ছায়া অন্ধকার ছড়ানো পরিবেশে তোমার আবেগ জড়িত কণ্ঠ মধুর। স্বপ্নের মত রেশ আছে।

বিদিশা—আমার কথার জবাব দাও।

পলাশ—জবাব? স্বপ্নলোকে বসে রোমান্সের মালা গেঁথে চলেছ, সোজাসুজি জাবাব ভাল লাগবে?

বিদিশা ঘরে চলে আসে।

বিদিশা—আঘাত লাগবে? লাগুক। দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোলায় দুলতে পারিনা আর।

পলাশ—তুমি আমায় রিক্ত মনে করেছ?

বিদিশা—এভাবে নিচ্ছ কেন?

পলাশ—একদিন ফিরিয়ে দিয়েছিলে, আজ দাম দিতে চাও?

বিদিশা—দাম নয়, দয়া নয়, তোমাকে জীবনের মধ্যে স্বীকার করে নিতে চাই।

পলাশ—অপূর্ব! বেশ বলেছ তুমি!

বিদিশা—কেন জাগালে আমায়? কোন দিন নারী ছিলাম কিনা মনে ছিল না।

পলাশ—চাপা পড়ে ছিল। আমাকে কেন্দ্র করে ঐ চাঁদের আলোর মতো স্বপ্ন দেখছ।

বিদিশা—তোমার ওপর আমার কোন লোভ নেই। মোহ যা আছে, তার রং স্বতন্ত্র।

পলাশ—আমার লোভ মোহ দুইই আছে। জিতেন্দ্রিয় পরমহংস বলে বড়াই করতে পারিনে।

বিদিশা—জীবন তোমার হীনতামুক্ত। বর্বরতাহীন।

পলাশ—স্বপ্নের কাজল তোমার চোখে।

বিদিশা—(বলতে বলতে ছাদে চলে যায় লজ্জায়।) থাক, নিজের হীনতার ফিরিস্তি বাড়াতে চাইনে।

পলাশ—তোমাকে আবার বলছি, ভুল করছ। ভুল করেছ। একটা মানুষকে জাগাতে পারনা ?

বিদিশা—(জানালায় বিবর্ণ মুখখানা দেখা যায়) আমার শামু শানু আছে। আমি তাদের মা।…বুকখানা আমার জুড়ে রয়েছে তারা। মনে করবে, মা আমি, অথচ কী হীন আমার প্রবৃত্তি……(থেমে যায়—আরও কিছু বলতে চায়, কিন্তু পারেনা।)

পলাশ—(আশ্চর্য ভাবে) তুমি কি বলতে চাও ? তুমি—

বিদিশা—মাকে বাঁচাতে চাই। শুধু ক্ষুধা আর ক্ষুধা নিবৃত্তি…। …নিষ্পাপ শিশুরা…মানুষ হবে না। সারা জীবনের গ্লানি,…অপমান, আর এই পবিত্র কলংকের জীবন তাদের মাথায় দিয়ে চলে যেতে হবে !

পলাশ—তোমার কথা, একটা প্রহেলিকা,…হয়তো কোন একটা দুঃস্বপ্ন। (থামল; স্তব্ধভাবে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে বিদিশা।) তুমি আমার স্ত্রীহলে… (আবার থেমে গেল।)

বিদিশা—হ্যা, বল, স্ত্রীহলে—

পলাশ—(জানালা থেকে সরে এল, বিছানায় বসল।) তোমাকে ! হয়তো তোমার গালে · (পলাশ হঠাৎ থেমে ঘরের কোনে গিয়ে দাঁড়াল)

বিদিশা—(ঘরে এসে পলাশের সামনা সামনি দাঁড়াল। উৎসুক এবং দৃঢ়ভাবে বলল) বল…

পলাশ—তোমাকে অপমান করতে চাইনি। (সরে এসে চেয়ারে বসল।) ভাবতো যারা কাজ করে, অথচ দাম পায় না, তারা হাহাকার ঢাকবে কি দিয়ে ? যারা নীচের মহলের জীব, তারা তাড়ি পচাই গিলে মরে। মাঝের মহলের যারা, আর যারা মাঝেরও নয় নীচেরও নয়, তারা আছড়ে পরে দেহের দরজায়। আকাংখা তাদের গুমরে গুমরে কাঁদে,

জীবন তাদের ব্যথায় বিষে জর্জর হয়ে যায়। (একটি চাপা কান্না এগিয়ে আসছে।)

বিদিশা—দেখ, তোমার বক্তৃতা বেশ ভাল হয়েছে। ময়দানে দিতে পারলে প্রচুর হাততালি জুটত। (কান্নাটা আরও এগিয়ে এল।) কিন্তু আমার কথা বলবার নয়, একথা কেউ বলেনি,...একথা কেউ বলেনা! সবার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হবে।

বস্ত্রাবৃত দুটি রমণী মূর্তি দেখে, বিদিশা কথা থামাল। কম বয়সী মেয়েটি ভজহরির পত্নী; ফুলে ফুলে কাঁদছে; তাকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ভজহরিরমা। বিদিশা ছাদে চলে গেল।

বিদিশা—কি হয়েছে তোদের!

বুড়িঝি—বৌটাকে আজকের রাতটা এখানে রাখ মা, ভজহরি মেরে ফেলবে!

বিদিশা—পুড়িয়ে দে গিয়ে...মায়ে পুতে তারপরে আনন্দ করিস!

বুড়িঝি—এই রাত্তিরটা একটু দয়া কর মা! মেরে ধরে তাড়ি গিলতে বেরিয়েছে, ফিরে এসে হয়তো...

বিদিশা—একটা কচি বৌ, ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে শেষ করে দিবি তোরা?

বাইরে থেকে সোমনাথ এল ছাদের ওপর।

সোম—তুমি এখানে চেচাচ্ছ কেন?...এরা কারা?

বিদিশা—ভজহরির মা আর বৌ। বৌটাকে মনে হচ্ছে বাড়ি থেকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে!

সোম—(মুখখানা বিকৃত হল) তা এসব ঝামেলা এখানে কেন? সন্ধ্যায় একটু শান্তিতে থাকতে দেবেনা?

বিদিশা—তুমি এর মধ্যে আসছ কেন? আমি দেখছি।

সোম—হ্যা তাই দেখ। ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আজ যদি

থাকতে চায় তো থাকুক, কাল সকালেই যেন চলে যায়।

বিদিশা—যা ভিতরের দিকের বারান্দায়। না থাক, চল; আমিই যাচ্ছি। (ওরা এগিয়ে যায়। সোমকে বলে বিদিশা) তুমি জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে দুটো খেয়ে নাও। (এগোতে থাকে।)

সোম—হচ্ছে—হচ্ছে—হবে। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এক বন্ধুর বাড়িতে বিকেলের খাওয়া সেরে নিয়েছি।

বিদিশা থমকে দাঁড়ায়। তারপরে ধীরে ধীরে ওদের সংগে চলে যায়।

সোম—কতক্ষণ?

পলাশ—অ নে ক ক্ষ ণ।

সোম—(ঘরে আসতে আসতে) আমার ফিরতে দেরী হল, না?

পলাশ—বেশ দেরী হয়েছে। (সোম কথা না বলে ঘরের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত হেটে গেল। পলাশ, নিস্তব্ধ থেকে তাকে দেখল। সোম যেন কোন উত্তেজনা দমন করতে চায়। সোজাসুজি সে এসে পলাশের টেবিলের সামনে দাঁড়াল।) কি হল?

সোম—পলাশ, আমি কি করব বলতে পারিস?

পলাশ—কিসের?

সোম—তোর তো বুঝতে পারা উচিত ছিল। (পলাশ কোন কথা বললে না, সোম দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে খাটে গিয়ে বসল।) এ আমি কোথায় এসে পড়লাম? কোথায় গিয়ে থামব? থামতে কোনদিন পারব?

পলাশ—একটা বিচিত্র জীবন, তাই নয় সোম!?

সোম—দেখ, মাইনেতে,—সেটা সংকীর্ণ—অফিস আমাকে চালাতে চায়; আমি চলি, সংসার চলে না। ছেলেরা বাঁদর হবে—লক্ষণ পাচ্ছি। পাঁচ সাত বছরের আধুনিক ছেলের দাবী—দাবী নয়, ত্যান্দরামী। তারপর নিজের

কথা। দু পাঁচজন বন্ধুর সাথে মিশে একটু আনন্দ, বলি বুঝেছ তো, একটু আনন্দ জীবনে ; মানে একটু মুক্তি যাকে বলে,—করতে গেলে পকেট বলে, উপায় নেই ; কাল হাড়ি চড়বে না। অথচ টাকা না হলে…

পলাশ—শোন, সোম শোন। এত ভাবতে গেলে, মুক্তি তো দূরের কথা, মৃত্যুও পাবিনে। আনন্দটা টাকা নয় ; টাকা না হলেও…

সোম—(উঠে পলাশের সামনে চলে আসে) চুপ কর তুই, টাকা না হলেও ! কি হয় টাকা না হলে ? হাতি হয় ?—হয়না। ঘোড়ার ডিম ?—হয়না। কচু পোড়া ?—হয়না। কিছুই হয়না। বিয়ে করা বৌএর ভালবাসাও পাওয়া যায় না। অন্য কোন টাকাআলা লোক নিয়ে চলে যায়। (জঘন্য ইংগিতে পলাশ চমকে ওঠে যেন।) মাঝে মাঝে কি ইচ্ছে করে জানিস ?

পলাশ—(রূঢ় ব্যংগ কণ্ঠে) ঘর সংসার ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে !

সোম—সব শেষ করে ফেলে, তারপরে…তারপরে…(জানালার কাছে চলে গেল) তারপরে আত্মহত্যা।—

পলাশ—(খামখেয়ালা ভাবে) প্রস্তাবটি অতি অপূর্ব হয়েছে। পুরোনো গন্ধ আছে ; তবু বেশ আধুনিক !

সোম—তুই বুঝবিনে পলাশ, কী জ্বালায় আমি অহরহ জ্বলছি !

পলাশ—জ্বালা ! ?

সোম—তোকে যদি ঘৃণা করতে পারতাম, শান্তি পেতাম ! (পলাশের কাছে এল) বিদিশা, তোকে…(অবরুদ্ধ জ্বালায় বললে) ভালবাসে ! তুই একটা ভিলেনের মতো এলে মাথা ফাটাফাটি করে মনের ঝাল মেটাতাম

পলাশ—তাতে লাভ কি হত ? আমার মাথা ফাটত ! বিদিশার ভালবাসা কমত ?

সোম—কমাকমির ব্যাপার আমি বুঝিনে।

পলাশ হেসে উঠল।

সোম—হাসলি তুই ?

অসহায় ভাবে বিছানায় এসে বসল। অসহায় ভাবে তাকাল।

সোম—এই আট নয় বছর! ওঃ। ভেবেছি সে আমায় ভালোবেসেছে। না, ভান করেছে কেবল। নেকামী করেছে শুধু! আজকে ঘৃণা করছে। (বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, ছটফট করছে ; জ্বালা ভুলতে পারছে না।) উঃ ভুলতে পারি না, ভুলতে পারিনা কিছুতেই। নিজের চরিত্রে একটুকু কলংক লাগতে দিইনি ; ওকে ছাড়া আর কারো দিকে তাকাইনি! আমার এত গভীর সীমাহীন একনিষ্ঠ প্রেমের বুকে, এমন করে ঘৃণা ছড়িয়ে দিল,…এমন করে অপমান করল…(অবরুদ্ধ আবেগে খাটের একধারে মাথা নীচু করে দাঁড়াল ; কথা বলতে পারেনা আর।)

পলাশ—তুই একটা ভেড়া। (চমকে সোম সোজা হয়ে অবাক দৃষ্টি মেলে দাঁড়ায় ; পলাশ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে।) আরও হাজারটা মানুষের মতো তাকে দিয়ে তুই যা করিয়েছিস সেটা a kind of prostution!

সোম—Prostution! আমার প্রেম ভালবাসা P r o s t u t i o n!

পলাশ—Yes prostitution! বিদিশার শিক্ষা, বিদিশার আধুনিক মন, প্রেমের মধ্যে মুক্তি খুঁজেছিল। শুধু দেহভোগে আগুন জ্বালিয়ে দিলি সাইক্লোন তুললি সব কিছুতে!

সোম—তুই আমাকে (খাটের উপর বসে পরে)…আমাকে দোষী করতে চাস ?

পলাশ—(তার পাশে বসে) ভেবে দেখতে বলি।

পাশের ঘরের দরজাটা খুলে যায়। সরবতের গেলাশ হাতে বিদিশা আসে। বাইরের দিকের দরজাটা ঠেলে সুবোধ এসে, বিদিশার দিকে এগিয়ে যায়।

সুবোধ—দিদি, কী বিশ্রী অবস্থায় পড়ে গেছি, দিদি।

বিদিশা—(সুবোধের কথায় কান না দিয়ে, সোমের দিকে এগিয়ে গ্লাসটা দেয়)

খেয়ে নাও।

সুবোধ—আমার কথা শুনবে না ?

বিদিশা—বল।

সুবোধ—ভয়ংকর বিপদে পড়েছি।

পলাশ—তুমি বিপদে পড়েছ ?

সুবোধ—বলাও মুস্কিল। কোথা থেকেই বা বলি ; ঠিক করে উঠতে পারিনে। শুধু দিদি থাকলেই ভাল হত।

পলাশ—তাহলে আমরা যাই—চল সোম। ওঘরে আমরা গিয়ে বসি, তুমি তোমার বিপদের কথাটা বলে নাও।

সুবোধ—আমার যে বুদ্ধির দরকার। একার বুদ্ধিতে আর কুলোতে পারছি না। এমন বিশ্রী অবস্থায় কেউ কখনো পড়েনি।

বিদিশা—তুই কেবল বকেই চলেছিস !

সুবোধ—শোন, পলাশদা, দু'দিন আগে পরে যখন জানতে পারবে; রাখারাখি ঢাকাঢাকি ভাল বাসিনে।

পলাশ—সোম খেতে ব্যস্ত, বেশী কথা বলতে পারবেনা। আমি শুনতে পারব, বলতে পারব। বল তুমি।

সুবোধ—মন্দার ওখানে কফি হাউসে বসে আছে।

পলাশ—তোমাকে তো ডেকে আনতে বললাম।

সুবোধ—ডাকতে গিয়েই তো ফ্যাসাদ বেঁধে গেছে। ও আমাকে বিয়ে করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

পলাশ—বাঃ বেশ ভাল হয়েছে, একটা ভোজ ঘটিয়ে দাও।

সুবোধ—তুমি ঠাট্টা করছ কেন ? জানো আমার চাকরী নেই। ...আর ও চাকরী পেয়েছে !

বিদিশা—কোথায় ?

সুবোধ—কি একটা কালির কোম্পানীতে!

সোম—শেষকালে কালির কোম্পানী? ছিঃ!

পলাশ—ছি কেন?

বিদিশা—তোকে বিয়ে করবে, তুই শ্বশুর ঘর করতে যাবি!

সুবোধ—যমের বাড়ি যাব। একমাস ধরে বোঝাচ্ছি তাকে, বুঝবেনা। তার ঐ এককথা, তুমি চাকরী পেলে আমায় বিয়ে করতে পারতে, আমি চাকরী করলে, কেন পারবেনা।

পলাশ—(চকিত ভাবে) ঠিক কথাই বলেছে। ভুল করনা সুবোধ; অত্যন্ত ঠিক কথা বলেছে।

সুবোধ—ঠিক কথা বলেছে? সব কথা এরকম হাল্কাভাবে নাও কেন? দিদি, বলতো, কি করি এখন?

বিদিশা—তোর যতসব উদভট উদভট কাজ। সংসারের দিকে লক্ষ্য নেই!

সুবোধ—(বিদিশার রাগ দেখে ক্ষেপে গেল যেন) তুই কেবল আমাকে সংসার সংসার করেই মারবি। সংসার দেখতে গিয়ে যত আজে বাজে ফ্যাসাদ বাঁধছে। সংসারের দিকে পিট দিয়ে বসে থাকলে এই সব ঝামেলা কাছাকাছি আসতে পারত? ... ভেবেছ, কম শয়তান নাকি ঐ মেয়ে? বাড়ি ঢুকে আগেই অর্ধেকের বেশী দখল করে বসে আছে।

পলাশ—(দৃঢ়ভাবে) তুমি বিয়ে করে ফেল।

সুবোধ—কি বলছ?

সোম—বিয়ে করবে?

বিদিশা—চাকরী নেই?

পলাশ—বিয়ে তোমাকে করতেই হবে সুবোধ।

সুবোধ—আমায় বৌএর চাকরীতে খেয়ে বাঁচতে হবে? না না অসম্ভব! পৌরুষ নেই?

পলাশ—পৌরুষ আছে কিনা, দেখা যাবে।

সোম—বৌ চাকরী করে এনে খাওয়াবে, আর ও খাবে · বাঃ

পলাশ—গায়ে লাগছে ?…(সুবোধকে) তুমি তো সেদিন বলছিলে, "যৌবরাজ্যে বসিয়ে দেয়া লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে"। তুমি তো লক্ষ্মীছাড়া, Steady boy। তোমার আবার ভয় কি ?

সোম—পলাশ, কি বলছিস তুই ?

পলাশ—বাজে বলছি না। · যাও তাকে নিয়ে এস, তার কথা শুনব। তাকে… না, (সুবোধ চলে যাচ্ছিল) সুবোধ, চল, আমিও যাব। হয়তো সে আসতে চাইবেনা।

সুবোধ এবং পলাশ চলে গেল।

সোম—আশ্চর্য ! কেমন যে সব অদ্ভুত কাজ করে পলাশ, বুঝতে পারিনে যেন !

বিদিশা সোমের দিকে তাকিয়েছিল ! ধীরে ধীরে ছাদে চলে গেল। সোম জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, বিদিশা রেলিঙে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সোম ঘরের মধ্যে ক্ষণকাল ঘুরল। আবার তাকাল জানালা দিয়ে ; বিদিশা তখনো তেমনি করে দাঁড়িয়ে আছে। সোম ধীরে ধীরে ছাদে চলে গেল।

সোম—মন্দারের কীর্তি দেখলে ?

বিদিশা—দেখলাম।…একদিন, নয় দশ বছর আগে এমনি করে পলাশ এসেছিল, …আর তাকে চরিত্রহীন বলে ঘৃণা করে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

সোম—সে তো তুমি আমায় বলেছ ; সেজন্যে তোমায় আমি ক্ষমা করেছি।

বিদিশা—ক্ষমা ? (হাসির রেখা খেলে যায় সারা মুখে।)

সোম—হ্যা। ভুল একটা। আমি তো অভিযোগ করিনি ! তবু আজ পলাশ কেন এসে দাঁড়াবে তোমার আমার মধ্যে।… ও কি মুখ ঘোরালে কেন ?

বিদিশা—পলাশ এসে দাঁড়ায় নি !

সোম—তবে ?…বিদিশা তবে ?…তুমি ?… বল।

বিদিশা—বুঝতে পারনা তুমি ? বুঝতে পারনা তোমার ভোগের মুর্তিটাকে—মনে মনে স্মরণ করে ! আমি পারি না...পারিনা আর... । মুক্তি দাও আমায়...

সোম—(বিদিশার কাছ থেকে সরে গেল ; ছাদের ওপর দিয়ে ঘুরল ক্ষণকাল বিদিশার সামনে এসে দাঁড়াল, কোন একটা জীবনমরণ সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পাবে এমনি করে বলল) একটা কথা বল বিদিশা, শুধু একটা কথা ! মন্দারের মত পলাশকে এতখানি ভালবাসতে ?

বিদিশা—কোনদিন তাকে তাহলে ফিরিয়ে দিতে পারতাম ?

সোম—(বিদিশার একটা হাত তুলে নেয়) ভুল করনা, (মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, প্রশান্তি এবং তৃপ্তি আসে কণ্ঠে) অবিচার করনা !

প্রভুজী ঘরে আসতে আসতে "জয় গৌর" বলে ওঠেন । সোম বিদিশা দুজনে দুজনের কাছ থেকে সরে দাঁড়ায় । প্রভুজী দেখতে পান ।

প্রভুজী—বায়ু সেবন করছ তোমরা । তা বেশ, তা বেশ । গরম পড়েছে । আকাশে চন্দ্রদেব এসেছেন—মধু উৎস চন্দ্র । সন্ধ্যা, উত্তীর্ণ ; (সোম বিদিশা ঘরে চলে আসে) শীতল সমীরণ ; শুভলগ্ন ।

সোম—আসুন গুরুদেব—(প্রণামের উপক্রম করল)

প্রভুজী—(পিছিয়ে গেলেন) থাক—থাক—থাক । তোমাদের হাত উচ্ছিষ্ট হয়ে আছে । অন্তরে প্রণাম করো, অন্তর দিয়ে গ্রহণ করব !

বিদিশা—আপনার আসন নিয়ে আসি ।

প্রভুজী—জয় গৌরশ্রীহরি । না— । এখানে কালক্ষেপ সম্ভব নয় । অন্যত্র যেতে হবে—বালিগঞ্জে দুজনের কোষ্ঠিবিচার করতে হবে ।... (সহসা সুর পরিবর্তন করে) হ্যা, বাবাজীবন সোমনাথ ?

সোম—বলুন গুরুদেব ।

প্রভুজী—কি স্থির করলে ?

সোম—(ইতস্ততঃ করতে লাগল) বড্ড হাত টানাটানি...

প্রভুজী—(চটে গেলেন) আরে হাত টানাটানির দিকে তাকিয়ে দেবতা বসে থাকবেন ? লগ্ন বয়ে যাবে। প্রাণের মধ্যে সাড়া যখন এসে পৌঁছেছে, তখন চুপ করে বসে থেকে মূঢ়তাকে প্রশ্রয় দিওনা।

বিদিশা—কি ভাবছ ?

সোম—মনের কোন কূলকিনারা পাচ্ছি না। কি করব…মানে ..

প্রভুজী—মন পবিত্র করো। মনঃসর্বস্ব সারম। ভেবনা। তোমাদের আমি অন্তর দিয়ে স্নেহ করি। এ আমি গর্ব করে বলছি না; তবু বলছি, শোন, এই জীবনটা আমি দান করে যাব মানুষের মংগলের জন্য। তিলে তিলে বিলিয়ে দেব। তোমাদের জন্যে এবার আমি নিজে বসব হোম যজ্ঞ করতে—

সোম—না না না এমনি ভাবে আপনি ঋণের বোঝা বাড়িয়ে তুলবেন না।

বাইরে থেকে ভজহরি ডাকল "বাবু"

সোম—কে ?

দরজার ভিতরে ভজহরির মুণ্ডটা দেখা গেল প্রথমে। তারপরে ভজহরিকে দেখা গেল ঘরের মধ্যে।

সোম—কি হয়েছে ? কি চাই তোর ?

ভজহরি—আজ্ঞে আমি একবার এলাম।

সোম—তবে আর কি, মাথা কিনলে।

ভজহরি—(মুখখানা কাচুমাচুকরল, অত্যন্ত কুণ্ঠার সংগে বললে) এবারের মত মাফ করেন বাবু। আর কোন দিনও—

বিদিশা—কোনদিন তো তোদের কয়েক ঘন্টার। তারপরে সবদিন।

ভজহরি ক্ষমা চাইবে মনে করে একটু এগোয়।

প্রভুজী—অপবিত্র—অপবিত্র—(ভজহরি চমকে উঠল ; আরো সংকুচিত হল প্রভুজী অবশ্য সরে গিয়েছিলেন।)

ভজহরি—বাবু, মাঠান, আমার বৌ খুব ভাল!

সোম—তাই ঠ্যাঙাস?

ভজহরি—খেটে খুটে মরি, গা হাত পায়ে দরদ লাগে, তাড়ি ফাড়ি খাই সত্যি বলছি মাঠান, ওকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। আমার সেবা করে, মাথার ঠিক থাকে না; রাগ হয়, ঠেঙিয়ে বসি। চলেন বলেন ওর পাধরে···(আবার প্রভুজীর কাছে গিয়ে পড়েছিল)।

প্রভুজী—দুর্গন্ধ—নাসিক্য ঘৃণাহ···(সরে গেলেন)।

সোম—আপনার কষ্ট হচ্ছে গুরুদেব, আপনি বরং চলে যান।

প্রভুজী—এদের বিদায়ের ব্যবস্থা কর—বিদায়ের ব্যবস্থা কর—আমার কথা?

সোম—কাল শোনা যাবে।

প্রভুজী—বেশ, বেশ,—গৌর শ্রীহরি। মাছি হয়ে ভন ভন করে বেড়াচ্ছে—মানুষ! গৌর শ্রীহরি—গৌর শ্রীহরি—

প্রভুজী নাম জপতে জপতে চলে গেলেন।

বিদিশা—তোর বৌ কি বলেছে?

ভজহরি—বৌ—বৌ—বৌ হেসেছে।

সবগুলো দাঁত বের করে হাসে।

সোম—যা তোর বৌকে নিয়ে যা—

বিদিশা—নিয়ে যাবে?

সোম—হ্যাঁ নিয়ে যাক। ঠ্যাঙাসনে।

ভজহরি—না না···ঐ তাড়িফাড়ি···

চলতে লাগল।

সোম—খাস কেন ?

ভজহরি—(দরজা থেকে) বাঁচব কি করে ?

চলে গেল !

সোম—আশ্চর্য ! (একটু ঘুরল। ঘুরতে ঘুরতে বলল) ঐ রকম প্রাণ যদি পেতাম !

বিদিশা—কি হত ? ঠ্যাঙাতে ?

সোম—না-না-না। হয় তো……

বিদিশা—এত' কদর্য জীবন ! (জানালার দিকে মুখ ঘোরাল)

সোম—বিদিশা !

বিদিশা কোন কথা বললে না।

ছাদের ওপর পলাশ মন্দার আর সুবোধকে দেখা গেল। বিদিশা ছাদে চলে গেল। মন্দার একটু এগিয়ে এল। বিদিশা মন্দার আর সুবোধের হাত ধরে পাশের ঘরের দিকে চলে গেল। সোম ছাদে এল।

সোম—সুবোধ বোঝা নিয়ে চলতে পারবে ?

পলাশ—বলেছে, কোন চাকরী না পেলে রিকসা চালাবে।

সোম—বলেছে ? !

পলাশ—সোম, জাবনের অপব্যয় ঘটাসনে !

সোম—উপদেশ দিচ্ছিস ?

পলাশ—উপদেশ নয়। অনুভব করতে বলছি ! মন্দারের মতো করে চাওয়া যে কেমন, সেটা একটু বুঝতে চেষ্টা কর সোম। বুঝতে পারবি জীবনটা কত মধুর।

সোম—পৃথিবীর নতুন জীবন !

পলাশ—হাসতে যাসনে সোম। মধুময় জীবন!

সোম—দেখি— (চলে গেল)

পলাশ ধীরে ধীরে ঘরে চলে এল। ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শূন্যতাকে বুঝে নিতে চাইল; সোমবিদিশার যুগল ছবিটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপরে বাইরে চলে যাবে মনে করে এগোল।

বিদিশা এলো।

বিদিশা—শোন—

পলাশ—(মুখ ঘোরাল না) আজ নয়; অন্য দিন। অন্য কোনদিন শুনব—

পলাশ চলে গেল।

বিদিশা পলাশের কণ্ঠস্বরে চমকে গিয়েছিল, এগিয়ে গেল। পলাশ চলে গেছে। বিদিশা ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। সে বুঝে পাচ্ছে না পলাশকে। একটা ধাঁধা লাগছে তার।

বিদিশা—কি চেয়েছিলে?…কি চেয়েছ?…কি চাও!!

।। সংবর্ত গোধূলি ।।

ঘরের ভিতর থেকে চিত্রতারকা মার্কা ক্যালেণ্ডার গেছে ; প্রভূজী অদৃশ্য। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দরজায় জানালায় রঙিন পর্দা। জানালার পর্দাটা অবশ্য সরিয়ে রাখা আছে একধারে। ঘরের মধ্যে বিদিশা আর মন্দার বিছানার ওপর বসে আছে।

বিদিশা—তোর কথা বল মন্দার, তোর কথা শুনি।

মন্দার—আমার কথা তো অনেক বলেছি। এই ছয় মাসে কতবার তো তুমি আমাদের বাড়ি গিয়ে দেখে এসেছ।

বিদিশা—হ্যাঁ দেখেছি।…সবদিক থেকে শান্তি পেয়েছিস ?

মন্দার—শুধু অর্থের দিক ছাড়া। টাকা পয়সার চিন্তা মাঝে মাঝে ভারী ভাবিয়ে তোলে। পলাশদা বলে, সমতা নিশ্চয়ই আসবে। শুনে এমন হাসি পায়। কবে ভাঙবে সমাজ, কবে আসবে সমতা…

বিদিশা—ঠিকই বলে। শুধু টাকায় কি হবে ?…কিন্তু সুবোধ ? সুবোধ তো কোন অশান্তির…মানে অর্থের অনটনে একালের প্রেম যে পশু হতে চায়।

মন্দার—না-না-না। ও যে স্বাধীন মানুষ। নতুন কথা শুনেছে পলাশদার কাছে। মেতে উঠেছে। বলেছে, ঐ সমতা আমি আনব। ভেঙে যাক আমা' ঘর; ঘরটা নাহয় পরে গড়ে নেব। … কি হল ? কিছু বলছ না যে ?

বিদিশা—না বল, তোর কথা শুনতে বেশ লাগছে !

মন্দার—তোমার ঠোঁট হঠাৎ কাঁপল কেন দিদি ? কোন ব্যথা ঢেকে রাখতে চাও যেন !

বিদিশা—ব্যথা ঢাকবার কি আছে? আমার ঘরে অর্থের কোন টানাটানি নেই! রীতিমতো সচ্ছলতা এসেছে।

মন্দার—তবু যেন কিছু চাপা দিয়ে রাখতে চাও! এই সচ্ছলতায় তুমি শান্তি পাওনি? মনে আছে, তোমায় একদিন মুক্ত মানুষের মতো পথে নেমে আসতে বলেছিলাম? বলেছিলাম, বাঁচবার জন্যে টাকা আয় করতে হবে! তুমি ঘৃণা করেছিলে, রেগে তাড়িয়ে দিয়েছিলে আমায়। আজ চাকরী করছ!.. কিন্তু তাতে যদি শান্তি না পেয়ে থাক, ছেড়ে দিয়ে ঘরে চলে এস।

বিদিশা—খুব বুদ্ধি তোর! আবার সেই দারিদ্র্যের মধ্যে এসে দাঁড়াই!

মন্দার—মনের মধ্যে অশান্তি পুষে রেখে, বাইরে আনন্দের মুখোশ এটে বেঁচে থেকে কি করবে?

বিদিশা—বেশীর ভাগ মানুষকে তাই করতে হচ্ছে। আমি আর তার চেয়ে বেশী কি করব?…ও কথা এখন বরং থাক। পরে ভাবলেও চলবে। ভাল কথা, মাবাবা অনেকদিন ধরে শামু শানুর কথা বলছে। তুই ওদের নিয়ে যাস আজ।

মন্দার—সে নাহয় নিয়ে যাব। কিন্তু আমার কথার জবাব দাও না কেন? আচ্ছা দিদি, সত্যি করে বলতো, সোমদা তোমায় ভালবাসে না?

বিদিশা—অত্যন্ত ভালবাসে।

মন্দার—তুমি Joke করছ না তো? বিদ্রূপ করছ না তো?

বিদিশা—না রে না। ওর ভালোবাসা বহু মেয়ের কাছে গৌরব বলে মনে হবে।

মন্দার—তবে?

বিদিশা—তবে কি?

মন্দার—তুমি?

বিদিশা—তোর সোমদাকেই জিজ্ঞেস করিস।

মন্দার—না তুমি বল। ..আমার জন্যে বল।...কই বল।

বিদিশা—মাঝে মাঝে আমি ঠিক করে উঠতে পারিনে, আমার কাছে ও বেশী না আমার শামু শানু বেশী।

মন্দার—তার মানে?···কিন্তু, কিন্তু···

বিদিশা—না তোকে বলতে হবেনা। পলাশের কথা বলবি? সে আমার বন্ধু। চোখের ঠুলি খুলে দিয়েছে। অনেক কিছু মিথ্যে হয়ে গেছে, অনেক কিছু সত্যি হয়ে উঠেছে।

মন্দার—তাহলে অশান্তি কেন?······চুপ করে থেক না।

বিদিশা—এই জীবনের, এই প্রাণের অপমান।

মন্দার—তার মানে? দিদি তার মানে?

প্রভুজীর গলা শোনা গেল।

নেপথ্যে প্রভুজী—দেখতো ওদিকে কাজ রয়েছে, অথচ তোমার সাথে কথায় কথায় চলে এলাম—

বিদিশা—বলব তোকে, কাল বলব, মন্দার। প্রভুজী আসছেন; ও ঘরে চল।

মন্দারকে নিয়ে বিদিশা চলে গেল। কথা বলতে বলতে সোমনাথ এবং প্রভুজী এলেন। প্রভুজী দেখলেন, ওরা চলে গেল। আত্মভোলা ভাবে সেই উপেক্ষাটা কাটিয়ে দিলেন। সোম ভ্রূকুটি করল।

প্রভুজী—এমন ভুলো মন হয়েছে. মাঝে মাঝে আজকাল পথ ভুল করে বসি।

সোম হাতের প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রাখল এবং আলনার ওপর থেকে আসন এনে খাটের ওপর পেতে দিল।

সোম—বসুন গুরুদেব।

প্রভুজী উদাস হয়ে পড়েছিলেন। সোমের ডাকে চমকে উঠলেন যেন।

প্রভুজী—এ্যা—া—হ্যা…হ্যা…বসব।

সোম—আপনার তো আবার এখন বসবার সময় হবে না।

প্রভুজী—(বসতে ব্যস্ত ছিলেন। সোমের কথায় উপেক্ষা দেখিয়ে বললেন।) বুঝলে, বাবাজীবন, এতকাল ধরে সংসারে বিচরণ করে এই সার কথাটি জেনেছি যে, সংসার অসার নয়—জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা।

সোম—আপনিতো জানবেনই, গুরুদেব।

প্রভুজী—এই দেখ তোমাদের অবস্থা। কি হয়ে গেছিলে সব। তবু ভগবানে মতি রেখেছিলে। তাঁকে স্মরণ করেছিলে: ফল পেলে।…ওরে ভগবান যে সংসারী লোকের দিকে দুপা এগিয়ে আছেন ; একবার ডাকলেই নেমে আসেন।

সোম—(হাসল; কিন্তু বড় বিষণ্ণ হাসি) হ্যা আমার জীবনে সত্যিই তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

প্রভুজী—(নিঃশব্দ তৃপ্ত হাসির ঢেউ খেলল) পারবেই তো। পারবারই তো কথা। আমাদের হৃদয়, …ওরে, সে তো ঐ শ্রীভগবানের মন্দির। সেখানে শংখ ঘন্টা বেজে আরতি হচ্ছে। (মন্দার শামু শানুকে নিয়ে ছাদের ওপর দিয়ে চলে গেল।) সংসারী মানুষ একবার হাত বাড়িয়ে ডাকলেই হল। তাকে এজন্যে সংসার ত্যাগ করে বনে যেতে হয় না, আগুন জেলে তপস্যা করতে হয় না। সংসার যে সবচেয়ে বড় তপস্যা।

সোম—আপনার কোথায় যাবার কথা ছিল তখন বলছিলেন।

প্রভুজী—হ্যা দীননাথের গৃহপ্রবেশ হবে কাল, তার সমস্ত ব্যবস্থাদি—

সোম—আপনার দেরী করিয়ে দিচ্ছি না তো?

প্রভুজী—দেরী ? তা একটু হল বৈকি। হো—ক। শুভ কাজে যাব, তারপুর্বে আর একটি শুভজীবনের সংবাদ নিতে দেরী হলে ক্ষতি কি?

(ভিতর দিক থেকে সুবোধ ছাদের ওপর দিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছিল।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে প্রভুজীকে দেখে ঘরের দিকে আসতে লাগল ; প্রভুজী অবশ্য তাকে দেখতে পাননি, কারণ তার পিঠ জানলার দিকে ছিল।) দেখ, আজ তোমার জীবনে শান্তি এসেছে, সব অসত্য কেটে গেছে। শ্রীভগবানের আশীর্বাদে, শুভলগ্ন এসেছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সময় তোমার হাতে সোনা ঢেলে দেব।

সুবোধ—(দরজায় দাঁড়িয়ে শুনছিল ; তার কথা শুনেই প্রভুজী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে পড়লেন।) বারংবার প্রণাম হই গুরুদেব।...ওকি উঠে যাচ্ছেন কেন ? আমার ওপর আপনি রাগ করবেন না প্রভু। পাপী তাপী মানুষ। উদ্ধার পাব কী করে।

প্রভুজী—(ভয়ে অথচ উপেক্ষা দেখিয়ে) যাই, বাবা সোমনাথ।

সুবোধ—আমার সাথে দেখা হতেই চলে যাবেন কেন প্রভু ? এত হীন আমি !

প্রভুজী —না-না-না। তোমাকে আমি স্নেহ করি। সেজন্যে নয়। আমার যে যাওয়া একান্ত দরকার।

সুবোধ—আমি ভাবছি আমাকে দেখেই বুঝি স্থান অস্পৃশ্য হল, ত্যাগ করছেন।

সোম—না সুবোধ, ওর যাওয়া দরকার।

সুবোধ—তুমি জাননা, সোমদা, আমার ওপর ওর এতটুকু দয়া নেই। আমি কায়মনে ডাকি গুরু গুরু বলে, সাবা দিতে চান না।

প্রভুজী—ভক্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষণ তোমার মধ্যে আছে। যাব একদিন—

প্রভুজী চলে গেলেন।

সোম—কিব্যাপার সুবোধ, গুরুভক্তি আসছে নাকি আজকাল ?

সুবোধ—"গুরুর মতো গুরু পেলে পাষাণেরও অশ্রঝরে" ......আমার সাথে দেখা নাহলে এত সহজে ইনি নড়তেন না। প্রাতঃস্মরণীয় প্রভুজী, তার শ্রীচরণে একটু কমার্শিয়ালভক্তি আর গদ গদ আত্মোৎসর্গ দেখালাম আর চো চা—......যাই বল সোমদা ভগবানের এমন প্রটোটাইপ

কিন্তু আমি আর জীবনে খুব বেশী দেখতে পাইনি।

সোম—তোমার গুরুর ওপর রাগ আর যাবেনা।

সুবোধ—তোমার গুরু ভক্তিও কমবেনা।

সোম—(রেগে গেলেও রাগদমন করল) যাক,...তুমি হঠাৎ?

সুবোধ—শামুশানুকে নিতে এসেছিলাম।

সোম—কেন? নিয়ে যাবে কেন?

সুবোধ—মন্দার জানে, আর শামুশানু জানে।

সোম—(দৃঢ় ভাবে) ওদের যাওয়া হবেনা।

সুবোধ—ওরা বহু আগেই মন্দারের সাথে রাস্তায় চলে গেছে। মন্দারের মতো খেলার সংগী ওরা নাকি আর একটাও পায়নি।

সোম—ছেলেগুলোর সাহস!

সুবোধ—মন্দারের কথায় ওরা নেচে ওঠে।

সোম—সেতো উঠবেই। যেমন তুমি নেচেছ, তোমার দিদিকে নাচিয়েছ। আর কয়দিন পরেই হা হুতাশ করবে।

সুবোধ—এই তো দেখ, ওর সাথে বিয়ে হবার পরে এই ছয় মাস চলে গেল, একদিনও হাহুতাশ করার মতো মনেহয়নি। বরং চাকরীর পর চাকরী করে যাচ্ছি।

সোম—হাতি করছ।

সুবোধ—রাগে কিবা এসে যায়! চাকরী করিনি বল? রিকসা টেনেছি, ঠেলাগাড়ি ঠেলেছি, মোট বয়েছি। শেষে শিখেছি মোটর মেকানিকস, আর কিছু কাল যেতে দাও; দেখবে মোটর মেকানিষ্ট কাকে বলে। পুরো পুরি স্বাধীন ব্যবসা।

সোম—ইস্ কত বড়ব্যবসা।

সুবোধ—তেল কালি মাখা আছে বটে, কিন্তু এব্যবসাটি তোমার করণিক বৃত্তির চেয়ে ঢের ভালো। টাকা আছে।

সোম—সে তো আছেই। টাকা তো অনেক কিছুতেই থাকে। চুরি করলেও টাকা পাবে ; জীবন ভোর তেলকালি মাখলেও পাবে।

সুবোধ—জীবন ভোর মাখব, তার কোন মানে নেই। যেদিন ভালো লাগবেনা, সেদিন অন্যকাজ ধরব; যেমন পলাশদা—

সোম—হ্যা গুরুটি বেশ। বেচারাম গোসাঁই এর কেনারাম সাগরেদ।

পাশের ঘর থেকে বিদিশাএল।

বিদিশা—তুই এখনো যাসনি। ওদিকে ওরা রাস্তায় কি ঝঞ্ঝাট বাঁধিয়ে বসবে। একা মন্দার সামলাতে পারবেনা।

সুবোধ—কোন ভাবনা নেই। ওরা কেনারাম সাগরেদের বাঁচারাম সাগরেদ। ঝঞ্ঝাট ওরা নিশ্চয়ই বাঁধিয়েছে, কোন ভাবনা নেই। তবে ভয় পাবার কিছু নেই, গাড়ীচাপা পড়বেনা। কারণ গাড়ী চাপা দিতে এলে, ওরা চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যাবে, আর ঘুরে বসে চাকা ফুটো করে দিতে পারবে।

বিদিশা—আচ্ছা—আচ্ছা—যা তুই—

সুবোধকে নিয়ে বিদিশা বেড়িয়ে গেল। সোম অত্যন্ত গম্ভীর মুখে অন্যদিকে তাকিয়েছিল। ওরা চলে গেলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনী দিয়ে মাথা আচড়াল। ...বিদিশা ফিরে এল, কিন্তু ঘরে এলনা। ছাদে গোধুলি আলোয় গিয়ে দাঁড়াল; জানালা দিয়ে তার মুখের আধখানা দেখা গেল। সোম তাকাল সেদিকে। সতৃষ্ণ দৃষ্টি। ধীরে ধীরে বিছানায় এসে বসল। মুখখানা ঘৃণিত বিকৃত হয়ে গেল। সোম উঠে দ্রুত পায়ে চলে যাবার উপক্রম করল।

প্রায় বাবু সেজে ভজহরি এল। সোম দ্রুত; ভজহরি

মন্থর। মুখোমুখি হল দুজনে। ভজহরি থমকে পিছিয়ে গেল।

সোম—কি হয়েছে?

ভজহরি—দুটো টাকা দেবেন বাবু? ...কাল দিয়ে যাব।

সোম—কেন?

ভজহরি—বৌকে নিয়ে মানে ...ঐ আর কি, একটু ...সিনেমায় যেতাম!

সোম—সিনেমায়? ...(সোম খাটে এসে বসে) তোর বৌ তোকে খুব ভালবাসে, না?

ভজহরি—(মুখে হাসির আভাস ; একটু এগিয়ে এল) আজ্ঞে ...হ্যা হ্যা খুব—

সোম—আজকালও ঠ্যাঙাস?

ভজহরি—কখনো সখনো, মানে তিতে বিরক্ত হলে আর কি, দুঘা—বেশীনা। ... মেয়েজাত, শাস্তরে বলে সাপিনীর জাত, ...বিষ দাঁত ভেঙে বিষ চেছে না নিলে ছোবলমারবে। তা আমার বৌটা ভাল বাবু, ...পোষ মেনে গেছে! ...দেননা বাবু, দুটো টাকা, কাল দেব।

সোম—টাকাটাকা দিতে পারবনা, চলেযা।

ভজহরি—বৌএর কাছে মান থাকেনা বাবু; কথাদিলাম সিনেমা দেখাব,—বড় আশা করে এসেছিলাম। (আমতাআমতা ভাব করতে থাকে)।

সোম—বৌকে ঠ্যাঙাবি, আবার সিনেমাও দেখাবি।

ছাদের থেকে বিদিশা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। তাকে দেখেই ভজহরি চলেগেল। সোম বিদিশাকে দেখল। কোন কথা বললেনা।

বিদিশা—ভজহরি চলে গেল যে?

সোম—টাকা দিলাম না, চলে গেল। (উঠে চলেযাবার উপক্রম করল)

বিদিশা—(অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে) কোথাও যাচ্ছ এখন?

সোম—(ঘাড় ফিরিয়ে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল। তারপর চলতে চলতে অত্যন্ত সহজ গলায় নিরুৎসাহে বললে) হ্যা।

বিদিশা—আজকাল তুমি দেরী করে ফের। আজও ফিরতে দেরী হবে ?

সোম—ঠিক নেই।

বিদিশা—ঠিক নেই ?

সোম—না।

বিদিশা—কথা বলা বন্ধ করেছ। কিন্তু আমার কথা ছিল। সময় হবেনা শোনবার ?

সোম—(দাঁড়িয়ে ছিল। বিদিশার সোজাসুজি গিয়ে দাঁড়াল) বল।

বিদিশা—(চেয়ারে গিয়ে বসল) একটা কথা নয়। এক কথায় শেষ হবেনা।

সোম—তুমি একটা বোঝা পড়া করে নিতে চাও ? দরকার কি ? তোমার সমস্ত স্বাধীনতা মেনে নিয়েছি। (বিছানায় এসে বসল) এতটুকু প্রতিবাদ করিনি। চাকরী করছ, নিজের পায়ে চলেছ। তুমি তো এখন স্বাধীন জেনানা !

বিদিশা—(ভংগীটাকে উপেক্ষা করে স্পষ্টভাবে বললে) পলাশের বন্ধুত্ব ?

সোম—অভিযোগ করিনি !

বিদিশা—এত ব্যথা !

সোম—(চঞ্চলহয়ে ওঠে) বিদিশা !! একথা আজ কেন ? ব্যথা বেদনার বাইরে চলে যাবার চেষ্টা করেছি। মনে মনে কামনা করছি, তুমি সুখীহও, শান্তি পাও !

বিদিশা—আমি দেখছি, অভিমানে তুমি জ্বলছ। নিজেকে নিজে পুড়িয়ে চলেছ। চুপ করে থেকে রাশি রাশি ভুল অভিযোগ খাড়া করে চলেছ। কিছু বলছ না। বাইরে উদারতা, মনে বিষের জ্বালা।

সোম—কি হবে বলে ?

বিদিপা—হেরে যাওয়া ভেঙে পড়া মনের কথা।

সোম—(হাসল বিরস মুখে নিশব্দে ; বললে যেন প্রাণপণে বুকের হাহাকার চেপে রেখে) আজ ৬।৭ মাস ধরে বুঝতে পারছি, হেরে গেছি আমি। সন্ধি করছি—পারছি না। মনের সাথে সংস্কারের সাথে যুদ্ধ করছি। সুপ্ত প্রাণ কাঁদছে : বশ মানাবার চেষ্টা করছি। যখন পারব—আর কোন দ্বিধা থাকবেনা। পোষ মেনে যাব পুরোপুরি।

বিদিশা—পোষ মেনে যাবে! এত ঘৃণা আমার স্বাধীনতায় ? (সোম উত্তর নাদিয়ে চলে যাচ্ছিল) যেও না। বস।

সোম—(নম্র কণ্ঠে) কথা কাটা কাটি করতে ভাল লাগেনা। তুমি স্বাধীনভাবে যাও তোমার পথ বেয়ে আমি চলি আমার পথ ধরে। ঝগড়া করে কি হবে ?

বিদিশা—শোন, পলাশ আসবে। এই থমথমে হতাশ শান্তি ভাল লাগছে না আমার।

সোম—এর মধ্যে পলাশকে কেন ?

বিদিশা—(সহজ সুরে) জ্বালা যে সেখানে।

সোম—(চোখদুটো যেন জ্বলে ওঠে ; মুখে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণ ছায়া ফেলে) জ্বালা ? ভালো বললে। জ্বালা নয়! আমার বৌ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার বন্ধুর সাথে প্রেম করছে, তাতে জ্বালা কোথায় !

বিদিশা—দৃষ্টি দিয়ে যা দেখেছ সেটা ভুল। মনদিয়ে যা (পলাশ এসে দাঁড়াল) মনে করেছ, তা মিথ্যে। (পলাশকে) যাক, ঠিক সময়ে তুমিও এসেছ; ভাল করেছ। আর জ্বলতে চাইনে, পারিনে,—...নিভিয়ে দিয়ে একটা সীমায় গিয়ে দাঁড়াতে চাই।

পলাশ—সোম।

সোম—বল।

পলাশ—ব্যাপারটা কি ?

সোম—তুমি আমার জীবনটাকে মরুভূমি করে দিয়েছ।

পলাশ—(হেসে ফেলে) তাহলে ক্ষমতা আছে আমার। কিন্তু মরুভূমি হল কেমন করে ?

সোম—কেমন করে ?…সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এইভদ্র—মহিলাকে জিজ্ঞেসকর;—জবাবটা ইনিই দিন।…কি বল। (বিদিশা নির্বাক। রেগে গেল সোম।) বল, পলাশ তোমার কে ?

বিদিশা—(আশ্চর্য শান্ত স্বীকৃতি পূর্ণ কণ্ঠ) কেউ নয়; তবু অনেকখানি; এক কথায় বন্ধু।

সোম—আমি ?

বিদিশা—স্বামী।

সেমে—পলাশ তোমার দ্বিতীয় স্বামী।

পলাশ—সোম, তুমি যেমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছ, আমার তার চেয়ে বেশী উত্তেজিত হওয়া উচিত ছিল। কারণ তোমার কথাটা বেশ বাণীমার্কা হলেও খুব বেশী সুধা কানে ঢালতে পারছে না।

সোম—ঠাট্টা করতে হবেনা তোমায়। সুধাকানে ঢালবে কি, মুখোশ যে খুলে পড়ে গেছে। সবাই জানে, অনাত্মীয় নারী পুরুষ স্বামীস্ত্রী নাহলে, সেবন্ধুত্বের কোন অর্থ হয়না। একমাত্র যে অর্থ হয়, সেটা হচ্ছে বন্ধুত্বের মুখোশ। তোমরা সেই মুখোশ এটেঁছ।

বিদিশা—মুখোশ ?

সোম—হ্যা মুখোশ।

পলাশ—এবারকার কথাটা কার ? চাণক্য শ্লোক ? খনার ডাক ? মনুসংহিতা ? না এদের চেয়েও বড় অন্য কোন মহামানবের ? তোমার বলাটা বেশ মুখস্থ বলার মতো হয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, শুধু মুখস্থ করেছ, বুঝতে পারনি !

সোম—চিরন্তন, শাশ্বত সত্যের স্বরূপ আমি জানি। সত্যি কাকে বলে, মঙ্গল কাকে বলে, বুঝি! তোমাদের এত বিশ্বাস করেছি, অথচ

পলাশ—অথচ—

সোম—কোন মর্যাদা নেই।

পলাশ—তোমার ওগুলো মান্ধাতার আমলের চিরায়ত সম্পত্তি। মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সত্তা একথা বলে যে ওর খারাপ হবার অধিকার আছে।

বিদিশা—আমি চলে যাব।

সোম—চলে যাবে মানে? আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?

পলাশ—খারাপ হবার অধিকার নিচ্ছ? কি বলছ তুমি?

বিদিশা—ঠিকই বলছি।

সোম—(জ্বালা ভরা নিঃশব্দ ব্যঙ্গের হাসিতে মুখবিকৃত হয়ে ওঠে) দিনগুলো তাতে তোমার ভালই যাবে। কি বল পলাশ? তোমাদের মনে মনে হৃদয়ে হৃদয়ে মিল, প্রাণে প্রাণে মিলন কেন হবেনা? সংবাদ দিও, দুটি হাত একসাথে আমিই জুড়ে দেব। ম্যারেজ রেজিষ্টারে লেখা থাকবে ভূতপূর্ব স্বামী······

পলাশ—(থামিয়ে দিয়ে বলল) তোমাকে এর পরে ভারতরত্ন উপাধি দেওয়া না হলে, কল্পনাকে একেবারে অপমান করা হবে?

সোম—কি বলতে চাও তুমি? তুমি ভাব, তোমার শয়তানী বুঝিনি? আমার হাত থেকে কেড়ে নাওনি একে? আমার জীবনটাকে বিষময় করে দাওনি?

বিদিশা—না। এর কোনটাই পলাশ করেনি।

সোম—আশ্চর্য! পলাশের উত্তর দিচ্ছে, পলাশের প্রণয়িনী! তোমাকে বলতে হবে না, পলাশ বলুক। বল পলাশ। জবাব দাও।

পলাশ—তোমার সব কয়টা অভিযোগ, গত শতাব্দীর বস্তাপচা অভিযোগ। আমরা ওসমান জগৎসিংহ হলে ডুয়েল ফাইটে লেগে যেত ম। কিংবা আমি বিরাট উদার হৃদয় আর ভাবগদগদ আদর্শে বিশ্বাসীহলে দুরন্ত উচ্ছ্বাস আর তোমার মতো Pathos তু[illegible] চলে যেতাম। কিংবা কসে কোমর বেঁধে দেশসেবার কা[illegible]। কিন্তু আমি একটু ভিন্ন ধাতুতে গড়া। গড়া বলেই [illegible], এ কি একটা লুটের মাল? তোমার জিম্মায় ছিল, আমি বাটপা[illegible]রেছি!

সোম—(ক্ষণকাল চুপকরে থেকে) তোমার মনোভা[illegible] বুঝতে [illegible] কষ্ট হচ্ছে না আমার। চল তোমাদের দুজনাকে এগিয়ে দি[illegible]

বিদিশা—এগিয়ে দিতে হবে না।

সোম—জোড়ে যাবে—পিছনে হুলুধ্বনি, শংখনিনাদ হবেনা—সেকি [illegible] হল! হুলুধ্বনি শংখনিনাদ করতে পারব না, কিন্তু [illegible] পারব। চল। (সোম এগিয়ে যায় তার কাছে। বিদিশা [illegible] চলে যায় জানালার কাছে। মাথা রেখে কাঁপতে থাকে, হাপাতে থাকে।) আহা, লজ্জা পাচ্ছে কেন?

পলাশ—সোম, ওকে বুঝাবার চেষ্টা কর। বেপরোয়া হয়ে কেন সর্বনাশ করতে যাচ্ছিস?

সোম—বিদায় নেবার আগে তোর সহানুভূতি মাখা কথাগুলো আমার কানে সুধা বর্ষণ করছে। তোর জয় হোক। তোর বর্তমান পত্নীর ভূতপূর্বস্বামী তোর জয়গান করছে। হাত বাড়িয়ে দে, সেকহ্যাণ্ড করে নিই।

কাছে এসে জোর করে পলাশের হাত নেড়ে দিল।

বিদিশা—ভুল করছ তুমি।···আমি একা যাব।

সোম—একা মানে ? পলাশ ?

বিদিশা—আমার ঘরের জীবনে পলাশের প্রয়োজন নেই। নতুন জীবনের যেরূপ দেখেছি, তাতে পুরুষের কোন প্রয়োজন নেই।

সোম—তার মানে ? কি চাও তুমি ? আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ ?

বিদিশা—না।

সোম—কোথায় যাচ্ছ তবে ?

বিদিশা—অফিসের মেয়েরা একটা মেস তৈরী করেছে, সেখানে যাচ্ছি।

সোম—পলাশ, তুমি ?

পলাশ—সেখানে তো আমায় থাকতে দেবেনা। দিলে না হয় তোমার চিরায়ত সত্যগুলোকে একবার যাচাই করে দেখা যেত—

সোম—আঃ—া—

বিদিশা—ও তো জানেনা। ওর তো জানবার কথা নয়।

সোম—তবে কার জানবার কথা ? আমার ?

বিদিশা—(কেমন করে যেন হাসল) উচিত ছিল।

পলাশ—তোমার হাসিটা মরা মানুষের মতো। ···মেসের স্বর্গলোকে বিরাট একটা মুক্তির স্বাদ পাবে।

বিদিশা—নিজেকে ঘৃণা করতে হবে না।

পলাশ—দিল-খোলা আশ্চর্য শান্তি আসবে।

বিদিশা—আমি জানি, সেখানে অনেক হাহাকার। তবু খুজতে পারব নিজেকে।

পলাশ—আমার কোন সমর্থন নেই।

সোম—(চটে উঠল) তোমার সাথে—

পলাশ—(সোমের মুখের কথা টেনেনিয়ে বললে) হ্যা আমার সাথে গেলে একটা মানে হয়। চিরায়ত বাণীর মর্যাদা থাকে।

সোম—শয়তান—

পলাশ—সমর্থন করছি। তোমার মতো অন্য সব লক্ষ লক্ষ হতভাগার জন্ম সমবেদনাও জানাচ্ছি। কিন্তু ও আমার সাথে ঐ শয়তানী কথাটা মেনে নিয়ে যেতে রাজি নয়, সোম। (বিদিশাকে) কি যাবে? বেশ একটা নতুন দৃষ্টান্ত খাড়া করা যাবে! শান্তি পূর্ণ উপায়ে ভাগাভাগিটা মেনে নেওয়া যাবে। তুমি সোমকে বলবে, তোমার ঘর পুরোনো হয়ে গেছে, তাই পলাশের নতুন ঘরে গেলাম। (হাসতে থাকে)

সোম—তোমার কথার কোন মাথা মুণ্ডু করা যাচ্ছেনা। একেবারে বর্বরের কথা।

পলাশ—শয়তানের কথাও তো হতে পারে সোম্। বেশ একটা অপমানের গন্ধ আছে। (বিদিশাকে) আমার সংগে যাওয়া, আর একা যাওয়া —দুয়েতেই তুমি একটা অপমানভরা অভিনন্দন সবার কাছ থেকে উচ্ছ্বসিতভাবে পাবে।।

বিদিশা—বেঁচে আছি, এই তো একটা অপমান। এ জীবন ভেঙে যাক। সব বাঁধন ছিঁড়ে, সব সংস্কার মুছে ফেলে চলে যাই।

সোম—উচ্ছৃংখলতা। স্বামীস্ত্রীর চিরকালের সত্যকে মুছে ফেলে জঘন্য জীবন আঁকড়ে ধরছ তুমি!

বিদিশা—স্বামীস্ত্রীর চিরকালের সত্য! সেখানে বসে মরতে চলেছিলাম। ধীরে ধীরে মরার আগে মরে থাকতাম।

সোম—সেই জন্যে আমার জীবনটাকে ছারখার করতে চাও তুমি? আমার অপরাধ, আমার সবকিছু দিয়ে তোমাকে ভালবাসতে চেয়েছি। (সোম বিছানায় বসে দুই হাতে নিজের মুখ চেপে ধরল।)

বিদিশা—(প্রথমে কথা বললেনা। তারপর ধীরে ধীরে অত্যন্ত শান্ত গলায় বললে) তোমার ভালবাসা সত্যি, ভীষণ সত্যি। তোমার বাইরের

জীবনের সমস্ত শোষণযন্ত্রণাকে ভগবানের দেওয়া শাস্তি মনে করে ঐ বিছানায় শান্তি খুজতে—রুখে দাঁড়াতে না। ...আমি ছিলাম সেখানে একটি উপকরণ। মরণ আসত। আমরা চলে যেতাম। কিন্তু বিষ থেকে যেত পিছনে। আমরা জানতেও পারতাম না। ...এমন সময়ে পলাশ এলো। নতুন করে বেঁচে উঠলাম। বাঁচতে ইচ্ছে করল। ভাবতে ভালো লাগল,—আমি পণ্য নই, উপকরণ নই, ঘর সাজাবার আর পাঁচটা জিনিষের মতো নই,...আমি একটা আস্ত মানুষ। এ যে কী আশ্চর্য ঘটনা, তুমি বুঝলে না, বুঝতে চাইলে না। মনে করলে আমি ওর ভোগের সামগ্রী, কারণ তোমার কাছে আমি তো তাই। ...(বিদিশা থেমে গেল। সোম পলাশ স্তব্ধভাবে তাকাল তার দিকে) এখানে বহু মানুষের মতো বেঁচে থাকতে পারতাম। কিন্তু তেমন করে বেঁচে থেকে কি হবে?

সোম—যা সব বলে চলেছে, সবই সর্বনাশের লক্ষণ। বড় কথার পর্দা খাটিয়ে শয়তানীর পসরা বোঝাই করা। আমাকে ঘৃণায় ত্যাগ করে—

বিদিশা—(বাধা দিয়ে) ঘৃণায় নয়, ঘৃণায় নয়, দুঃখে! আনন্দের মধ্যে পাবার জন্যে।

ছাদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল।

সোম—থাক বাজে কথা বলতে হবে না। আমাকে ছেড়ে গিয়ে একেবারে মহোত্তর জীবনে গিয়ে পৌছবে; কিন্তু একবারও ছেলেদের কথা মনে পড়লোনা? তোমার শামু শানু?

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বিদিশা। অত্যন্ত অবসন্ন দেখাল তাকে। সইতে পারল না। ছাঁদে চলে গেল।

সোম—তাদের জানাতে লজ্জা করল ? (বিদিশা উত্তর দেয় না।) ছেড়ে থাকতে পারবে তাদের ? (রেলিঙে মাথা রেখে বিদিশা দাঁড়িয়ে ছিল। কোন কথা বললে না।) এভাবে আমার জীবনটা ছাড়খার করে দিয়ে ভেবেছ শান্তি পাবে ? পাবে না। এই তেজ তোমার থাকবে না। বয়েস বাড়বে। কোন অবলম্বন জীবনে রইবে না। আশপাশের সব কিছু বিবর্ণ নিস্তেজ হয়ে পড়বে। ছেলেদের জন্যে প্রাণ কাঁদবে। কিন্তু মাথা কুটে মরলেও—

বিদিশা—সে আমি জানি, সে আমি বুঝি ! বুঝি বলেই তো চলে যাব। তারা মানুষ হবেনা ? হবে হবে নিশ্চয়ই হবে। এ জীবন তবে কেন আমি নেব। যে তোমাকে খুজে ফিরি, পাবনা খুজে ? নিশ্চয়ই পাব।

আনন্দবাবু এলেন ঘরে। হাতে একটি কীটস ব্যাগ। কথা বলতে বলতে ব্যাগটা ঘরের একধারে নামিয়ে রাখলেন।

আনন্দ—এটা কি হচ্ছে সোমনাথ ? শেষকালে দাম্পত্য কলহকে কুৎসিৎ করে তুললে ?

সোম—আ—আপনি—

আনন্দ—হ্যা, আমি। পাঁচ সাত মিনিট আগে থেকেই শুনেছি। (সোম মাথা নীচু করল, বিদিশা প্রথমে চঞ্চল, তারপরে শক্তহয়ে দাঁড়াল।) ভালই লাগছিল। নিজের যৌবনকালকে মনে পড়ছিল। কিন্তু একি ? লজ্জাঘৃণাকে হার মানায়। তোমরা শেষকালে—…হায় ভগবান !

সোম ছাদে চলে গেল।

সোম—আমাদের মান সম্মান সব নষ্ট হবে। তবু কোন ভাবেই আমাকে ক্ষমা করতে পার না, বিদিশা ?

বিদিশা—এভাবে মিথ্যে দিয়ে ভিত বসাতে যেওনা। মাটি শক্ত করে তার ওপরে দাঁড়াতে চেষ্টা কর।

ছাদ থেকে বিদিশা পাশের ঘরে চলে গেল।

আনন্দ—বৌএর কাছে "ক্ষমা ভিক্ষা" !! (অবসন্ন ভাবে জানালা ধরে, সোম দাঁড়িয়ে থাকে।) ভাবতে দাও আমায়, ভাবতে দাও ! (বলতে বলতে আনন্দবাবু বিছানায় বসেন) কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। (পলাশ মুখ ঘুরিয়ে নিল।) তুমি ক্ষমা চাইবে ! কেমন কথা ? ও ক্ষমা করবে না। আশ্চর্য !

পলাশ—আ শ্চ র্য——?

আনন্দ—তুমি আছ এর মধ্যে। আমি বুঝেছি। প্রথমদিনই বুঝেছিলাম। কোন একটা নোংড়া মতলবে এসেছিলে !

পলাশ—আজ বুঝতে পারছেন, সেই মতলবটা বেশ হাসিল করে ফেলেছি।

আনন্দ—ভাল মানুষ সেজে ঘরের মধ্যে ঢুকে তোমরা মেয়েদের,…মানে—…(শেষ নাকরে আর এককাঠি চড়ে উঠলেন।) বাইরেও তো কত মেয়ে আছে, তাদের নিয়ে আনন্দ করতে পার না ? ঘরের বৌদের ওপর নেকনজর কেন তোমাদের ?

পলাশ—আপনাদের কাছ থেকে এই সরস সংবর্ধনাগুলো পাব বলে আমার এত চেষ্টা !

আনন্দ—শয়তান, তোমাকে ..তোমাকে……তোমাকে কি করা উচিত তাই ভাবছি।

পলাশ—হাটুরে মার দেওয়া যেতে পারে। কিংবা গুম করে ফেলা যেতে পারে বহুকাল ধরে এমন তো বহুগুম হয়েছে, কিন্তু তাতেও কি আপনাদের বৌদের ওপর দৃষ্টিপাত কমেছে?

আনন্দ—বদমাইসী করবে, আবার বুদ্ধিও দেবে? কি ভেবেছ তুমি?

পলাশ—বিশেষ কিছু না। শুধু আপনি কি কীর্তি করবেন, সেটা একবার ভেবে দেখছি।

আনন্দ—কীর্তি করব?

সোম ছাদের ওপর থেকে ঘরে এল।

সোম—পলাশ, ও আমার মুখে চুন কালি মাখাবে, অথচ আমি কিছু করতে পারবনা, অদ্ভুত এই শিক্ষা, অদ্ভুত এই সভ্যতা—

অনন্দ—(সান্ত্বনা ও সহানুভূতির সংগে) সোম, শোন, আমি বলছি শোন!

সোম—কি আর শুনব, বলুন, কি আর শোনবার আছে? (বিছানায় বসে পড়ল!)

পলাশ—সোম, জীবনের একটা দিক ছাড়া আরো একটা দিক আছে—

সোম—থাকতে পারে।...মন্দারের বাতাস লেগেছে, তাই তার মতো হয়তো তার চেয়েও বেশী উচ্ছৃঙ্খল হতে চায়। এ ভাল নয় পলাশ, কোন মতেই ভাল নয়! তোকে ভালবাসে, তুই বললে ফিরবে। আমি যা কিছু বলেছি সব তুলে নিচ্ছি!

পলাশ—তাতেও ফিরবেনা। পুরানো কালের বধূখেলা মিথ্যে হয়ে গেছে— এগিয়ে গেছে অনেকখানি!

আনন্দ—বধূখেলা? বধূখেলা বলে এতকালের স্বামী-স্ত্রীর পুণ্য পবিত্র জীবনকে উড়িয়ে দিতে চাও? সতীনারীর জীবনকে ছেলেখেলা বলে মনেকর? কী কদর্য, কী নোংরা!

পলাশ—মহৎ, মহান আপনারা। একটা মেয়ে আপনাদের সাজান চিতের ওপর বসে পুড়ে পুড়ে আত্মহত্যা করল না—

সোম—চিতের ওপর আত্মহত্যা ?

পলাশ—হ্যাঁ সোম তাই। আগেকার কালে যে পুড়ে মরত স্বামীর চিতায়, সে এর তুলনায় অনেক সোজা।

আনন্দ—পশুর মতো যাতা বলতে যেওনা।

পলাশ—পশুর মতো হল ? কি ধরণের মানুষ আপনারা ? একটা মেয়ে সব বাঁধ কেটে, মানুষ হয়ে এগিয়ে যেতে চায়, কোথায় আপনারা তাকে অভি নন্দন জানাবেন, সহযাত্রী হবেন ! তার পরিবর্তে তাকে আপমা করছেন, আর মান্ধাতার আমলের সতীনারীর নৈবেদ্যের চালকলা মুে খুজে দিতে চান !

আনন্দ—নোংড়া, নোংড়া, কদর্য ! নরকের পুতিগন্ধে ভরা তোমার সব কিছু আমরা ভাল হই, খারাপ হই, আমরা বুঝব। তুমি যেতে পার; তোমা কোন কথা শুনতে চাইনে।

পলাশ—কিন্তু আমার প্রয়োজন আছে। আপনারা কি আশ্চর্য সম্মান ওে দেবেন, সেটা দেখে জীবন সার্থক করব। ... এই যে বিদিশা, এসো—

কাপড় বদলে বিদিশা পাশের ঘর থেকে এল। কোন কথা না বে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল।

সোম—(উঠে দাঁড়াল ; মুখোমুখি হল) সত্যিই তুমি চলে যাবে ?

বিদিশা—হ্যাঁ।

আনন্দ—তোমার কোন অপমান, কোন অশ্রদ্ধা ঘটবে না, বৌমা। সেক

গেছে, যখন কোন পরপুরুষের সাথে কথা বললে, মেয়েদের সমাজের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। একালের মেয়েরা মৈত্রেয়ী, গার্গীর মতো শিক্ষায় সভ্যতায় এগিয়ে এসেছে। পুরুষের সাথে তাদের প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। তাই বলে ঘরকে ভুলবে কেন বৌমা?

পলাশ—একটার পর একটা করে কাঠ সাজিয়ে যান আনন্দবাবু, তারপর নৈবেদ্যের পিণ্ডি তুলে দেবেন।

আনন্দ—এই চরিত্রহীন লম্পট লোকটার কুদৃষ্টি পড়ে তোমার মনে সাময়িক মোহ, সাময়িক গ্লানি এসেছে। কিন্তু আজ অনুদার হব কেন? তোমার ভুলকে আজ শুধরে নেব। একবার ভাবতো বৌমা, সীতা সাবিত্রীর কথা, দময়ন্তীর কথা। স্বামীর জন্যে, সংসারের জন্যে কেমন করে তারা সব দুঃখ ভুলে গেছে। এই ঝগড়া ঝাটি এ কিছু নয় মা, কিছু নয়!...কতবার তোমাদের কাকীমা ঝগড়া করে বাপের বাড়ী চলে গেছে, আমি গিয়ে সাধ্য সাধনা করে, হাসিয়ে কাঁদিয়ে ফিরিয়ে এনেছি। আমি বলছি সোম তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবে। তুমি যে ঘরের লক্ষ্মী!

বিদিশা—সেকাল একাল এক নয়।

আনন্দ—আবার তর্ক! তর্ক করনা বৌমা। এত পার আর মানুষকে ক্ষমা করতে পারনা? আমরা তো পারছি! (বলতে বলতে তাদের কাছে এলেন) ভুলছ কেন, তুমি যে সর্বংসহা বসুমতী! (বিদিশার হাত তুলে নিয়ে সোমের হাতের সাথে এক করলেন।)

পলাশ—যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম।—মিলনটা সব দিক থেকেই সুন্দর হল—বেশ দুকুল রক্ষা হল। সাপও মরলনা, লাঠিও ভাঙলনা। ফুল নেই থাকলে পুষ্পবৃষ্টি করতাম।

বিদিশার অসহায় মুখখানা জলে ডুবতে থাকা মানুষের মত হয়ে এল।

অনেকটা দূর থেকে ভজহরির কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

নেপথ্যে ভজহরি—খা শালার কুকুর, খা—খা শালার কুকুর খা—

সোম এবং আনন্দবাবুর হাতের মধ্যে বিদিশার নিষ্প্রাণ হাতখানা কেঁপে উঠল ; কেঁপে উঠল সর্বশরীর। ওদের হাতের মধ্যে তার হা রইলনা।

নেপথ্যে ভজহরি—ও দিকে কোথায় যাস—আরে খা—(বিদিশা বাইরে দরজার দিকে ছিটকে গেল। আনন্দবাবু হতভম্ব ; সোম অসহায়

সোম—বিদিশা!

দরজাটা ধরল বিদিশা। সোম অসহায় ভাবে বিছানার ও ভেঙে পড়ল। ভজহরি কুকুরকে খাওয়াচ্ছে আদর করে

নেপথ্যে ভজহরি—সোনার চাঁদ—সোনামনি খাও—

পলাশ এগিয়ে আসে।

পলাশ—শুনতে পাচ্ছ…দেখ,—শোন—

একঝাঁক ডানা মেলে দেওয়া পাখীর পাখার শব্দে ঘার ফিরি তাকায় পলাশ আকাশের দিকে। হংস বলাকা ভেসে চলেছে দূ দিগন্তের দিকে।

পলাশ—ও: আরো কত দূর—কত [illegible]